Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 17, 1430 Bangla, January 31, 2024, Wednesday, No. 31, 54th year

H I G H L I G H T S

The maiden session of 12th parliament begins. President Mohammed Shahabuddin in his speech says that the country's people and democracy have won in the 12th National Parliament Election. (Jago FM: 20)

PM Sheikh Hasina has said the lack of biomaterials with reliable clinical data infrastructure is one of the major reasons why Bangladesh is under-represented in wider medical research. (VOA: 12)

AL GS Obaidul Quader comments if parties like BNP had participated in the 12th Assembly elections, it would have been more competitive and challenging. It is not the fault of AL; BNP is responsible for this. (Jago FM: 18)

The leader of the opposition GM Quader says he has doubts about how the 12th Parliament will be able to perform its duties perfectly since the opposition accounts for only 3-4 per cent of the seats. (Jago FM: 20)

BNP standing committee member Gayeshwar Chandra Roy has said those who have no shame will participate in the first session of the national parliament. (VOA: 10)

FM Dr. Hasan Mahmud has said what had appeared in the Washington Post on Nobel laureate Dr Muhammad Yunus was an advertisement, not a news report. (VOA: 11)

Chinese Ambassador to Bangladesh Yao Wen has proposed transactions using Chinese or Bangladeshi currencies instead of US dollars amid the ongoing dollar rate fluctuation. (Jago FM: 18)

UN spokesperson Stephen Dujarric has called for the release of those imprisoned politically in Bangladesh. (R. Today: 17)

242 world personalities have written an open letter to PM Sheikh Hasina, commenting that the six-month prison sentence given to Dr. Muhammad Yunus in labor law case is a 'farce in the name of justice'. (DW: 14)

China has been saying for the past few months that the country will stand by if Bangladesh's forex fall in crisis. However, experts find geopolitical interests behind China's assurance. (BBC: 04)

Bangladesh has slipped by two positions to 149th among the 180 countries in Berlin-based Transparency International's Corruption Perception Index 2023. (R. Today: 17)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১৭, বাংলা ১৪৩০, জানুয়ারি ৩১, ২০২৪, বুধবার, নং- ৩১, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

শুরু হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তার বক্তব্যে বলেছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ ও গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। (জাগো এফএম: ২০)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশে নির্ভরযোগ্য ক্লিনিক্যাল ডাটা অবকাঠামোসহ বায়োম্যাটেরিয়ালের সংকটের কারণে বৃহত্তর চিকিৎসা গবেষণায় বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকছে। (ভোয়া: ১২)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মতো দলগুলো যদি থাকতো তাহলে আরো প্রতিযোগিতামূলক হতো, আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতো; সে ত্রুটিটা আওয়ামী লীগ নয়, বিরোধী দল সৃষ্টি করেছে। (জাগো এফএম: ১৮)

সংসদ সদস্যের সংখ্যার বিচারে বর্তমান সংসদে ভারসাম্য রক্ষা হয়নি, এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের বলেন, এ সংসদ কখনো নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না। (জাগো এফএম: ২০)

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, সংসদের উদ্বোধনীতে জনগণ আনন্দ উদযাপন করছে না, বরং, তারা নিন্দা জানাচ্ছে; এমতাবস্থায় যাদের কোনো লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধ নেই, তারাই এ ধরনের সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন। (ভোয়া: ১০)

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে যা প্রকাশিত হয়েছে, তা কোনো বিবৃতি নয় বরং একটি বিজ্ঞাপন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (ভোয়া: ১১)

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ফাইন্যান্সিয়াল ও মনিটারি পলিসির মিসম্যাচের কারণে চীনও ডলার সংকটে ভুগছে এবং দেশটি বাংলাদেশের কাছে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে চায়না মুদ্রায় লেনদেনের প্রস্তাব দিয়েছে। (জাগো এফএম: ১৮)

বাংলাদেশের রাজনৈতিকভাবে কারাগারে বন্দি থাকা ব্যক্তিদের মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। (রে. টুডে: ১৭)

শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ছয়মাসের কারাদণ্ড দেয়াকে ‘বিচারের নামে প্রহসন’ বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি খোলা চিঠি দিয়েছেন ২৪২ বিশ্বব্যক্তিত্ব।
(ডয়চে ভেলে: ১৪)

চীন গত কয়েক মাস যাবত বলে আসছেন যে বাংলাদেশ রিজার্ভ সংকটে পড়লে চীন পাশে দাঁড়াবে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চীনের এ অশ্বাসের পেছনে ভূ-রাজনীতির স্বার্থ জড়িত আছে। (বিবিসি: ০৪)

বিশ্বের ১৮০ টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)। টিআই জানায়, ১০০ স্কোরের মধ্যে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের স্কোর ২৪ যা আগের বারের চেয়ে দুই পয়েন্ট কম। (রে. টুডে: ১৭)

বিবিসি

ড. ইউনূসের সমর্থনে ঢাকায় আসতে চান আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা

বাংলাদেশে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসকে অযথা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে কি না আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা তা চাইলে এসে দেখে যেতে পারেন, মাসকয়েক আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া এই ‘আমন্ত্রণ’ গ্রহণ করে বাংলাদেশে প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক স্তরে সুপরিচিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ও নোবেল পুরস্কার বিজেতা। গত ২৮ জানুয়ারি (রোববার) প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে একটি খোলা চিঠি লিখে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। চিঠিটিতে সই করেছেন ১২৫ জন নোবেলজয়ী-সহ মোট ২৪২ জন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যক্তি। এর আগেও বাংলাদেশে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলার রায়ের মাধ্যমে ও দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় 'বিচারিক হয়রানি' হচ্ছে বলে দাবি করে একাধিকবার সরকারকে চিঠি দিয়েছেন নোবেল বিজয়ী-সহ বিশ্ব নেতারা। এই পটভূমিতেই গত বছরের আগস্ট মাসের শেষ দিকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সব মামলা অন্যায়ভাবে করা হয়েছে কি না বা অধ্যাপক ইউনূসের প্রতি কোনও অবিচার হয়েছে কি না, তা দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ বা আইনজীবী পাঠাতে তাদের 'আমন্ত্রণ' জানান। আমন্ত্রণের আকারে পেশ করা হলেও সেটি ছিল কার্যত সরকারের ছুড়ে দেওয়া একটি চ্যালেঞ্জ। এরপর ২৮শে জানুয়ারির ওই চিঠিতে সেই 'আমন্ত্রণ' গ্রহণ করার কথা বলা হয় এবং পরদিন [illegible] নামে একটি ওয়েবসাইটে সেই চিঠিটি প্রকাশ করা হয়। এই চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, "এই পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র গত পহেলা জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় দেওয়া রায়েই নয় বরং দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচালিত চলমান তদন্তেও করা হবে।" এই খোলা চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী, "পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য আমরা একজন সিনিয়র আন্তর্জাতিক আইনজীবীর পরিচালনায় স্বাধীন আইনজীবী বিশেষজ্ঞদের একটা ছোট্ট দলের প্রস্তাব করছি।" অধ্যাপক ড. ইউনূসের আইনজীবী ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের এই রিভিউয়ের সিদ্ধান্ত সরকার আমন্ত্রণ জানানোর পরই এসেছে। এখন সরকারের অনুমতির উপর এটা নির্ভর করছে।" মি. আল মামুন বলেন, “কোনও বিদেশি আইনজীবী আদালতে মুভ করতে পারবেন কি না এটা বার কাউন্সিলের এখতিয়ার। পারমিশন দেবে তারা, কোর্ট না। সরকারের সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে, তারা যদি সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে বিদেশি আইনজীবীরা আদালতেও শুনানি করতে পারবে। সরকার এলাউ না করলে হবে না”, জানান তিনি। তবে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা এ এম আমিন উদ্দিন। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আদালতের যে কোনও নথি বা রায় পাবলিক ডকুমেন্ট। মামলায় কেউ পক্ষ থাকলে নিয়মানুযায়ী সে রায়ের সার্টিফায়েড কপি পায়। এছাড়া অন্য যে কেউ পক্ষ না থাকলে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে সার্টিফায়েড কপি তুলতে পারবে। এছাড়া যে কোনও আইনজীবী বা এক্সপার্টের সাথে সে মামলার বিভিন্ন বিষয় বা পরিচালনা নিয়ে কথা বলতে পারবেন সেই অধিকার তাদের আছে।" তবে বাংলাদেশের বার কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী, যারা সংগঠনটির সদস্য তারাই শুধু আদালতে মামলার শুনানি করতে পারে। এই বিষয়টি উল্লেখ করলে অ্যাটর্নি জেনারেলও বলেন, “বার কাউন্সিলের সদস্যরাই শুধু কোর্টে শুনানি করতে পারবেন”। তবে, পর্যালোচনা বা আলোচনার জন্য মামলা স্থগিত করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন মি. উদ্দিন। তিনি জানান, “বাংলাদেশের ফৌজদারি কার্যবিধিতে মামলা স্থগিতের এ ধরনের কোনও বিধান নেই।” বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিকও ‘কোনও বিদেশি লইয়ার বাংলাদেশের আদালতে শুনানি করতে পারবেন না’ - এই বক্তব্যটুকুর সাথে একমত। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, “প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাদের মামলা দেখার আহবান জানিয়েছেন। তাই আমি আশা করব তারা যেহেতু আহবানে সাড়া দিয়েছে, তাদের যেন দেশে আসার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের যেন ভিসা দেওয়া হয় ও তারা যেন নথিপত্র দেখতে পারেন সেই সুযোগ করে দেওয়া হয়, এটাই এখন স্বাভাবিক প্রত্যাশা”, বলেন মি. মালিক। একই সাথে পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে আদালতের নথিপত্র পর্যালোচনা বা ড. ইউনূসের আইনজীবী প্যানেলকে সহায়তার অধিকার তাদের রয়েছে বলে জানান এই আইনজীবী। বিশ্বের ১২৫ জন নোবেল বিজয়ীসহ ২৪২ জন বিশ্বনেতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই খোলা চিঠি লিখেছেন। এতে নোবেলজয়ীদের মধ্যে রয়েছেন বারাক ওবামা, জোসে রামোস হোর্তে, ম্যারিড করিগান মেগুয়ার, অস্কার অ্যারিয়াস স্যাঞ্চেজ, কার্লোস ফিলিপ জিমেনিস বিলো, জোডি উইলিয়ামস, শিরিন এবাদী, মোহাম্মদ আল বারাদী, ওয়াল্টার গিলবার্ট-সহ আরও অনেকেই। চিঠিটিতে বলা হয়েছে, "নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলায় ধারাবাহিক হয়রানি এবং সম্ভাব্য জেলে যাওয়ার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে (আমরা) লিখছি। জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার আইরিন খানের সাথে আমরা একমত। যিনি এ বছরের পহেলা জানুয়ারি রায়ের দিন আদালত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে এই রায়কে ‘বিচারের নামে প্রহসন’ বলে মন্তব্য করেছিলেন।"

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, “আমরা এই দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশে আইন কীভাবে প্রয়োগ করা হয় সে বিষয়ে ধারাবাহিকতার অভাবের বিষয়টিকে ঘিরে উদ্বিগ্ন। ফৌজদারি মামলার রায়ে অলাভজনক সংস্থা গ্রামীণ টেলিকমের ৮৩ বছর বয়সী অবৈতনিক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউনূস-সহ প্রতিষ্ঠানটির বোর্ডের চারজন সদস্যের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে প্রাসঙ্গিক আইনে গ্রামীণ টেলিকমকে কেবল অল্প দেওয়ানি বা প্রশাসনিক জরিমানা করা যেত।" চিঠিতে এ বছর ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "বিরোধী

দলীয় নেতাদের দমন ও কারাগারে প্রেরণ এবং মিডিয়া ও স্বাধীন কণ্ঠস্বরকে দমন করা হয়েছে। বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে অনেক মানবাধিকার কর্মী এবং গনতন্ত্রপন্থী গ্রুপ এই বিষয়গুলো নথিবদ্ধ করেছে।" এই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, "এর আগে ড. ইউনূসের প্রতি চলমান হয়রানি বন্ধে ১৯০ জন বিশ্বনেতার আরেকটি চিঠির প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছরের আগস্ট মাসের শেষের দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "বিশেষজ্ঞ পাঠান, আইনজীবীরা এসে দেখে যাক এখানে কোনও অবিচার হয়েছে কি না অথবা মামলাটি অন্যায়ভাবে করা হয়েছিলো কি না।" প্রধানমন্ত্রীর সেই 'আমন্ত্রণ'ই গ্রহণ করা হল বলে ওই খোলা চিঠিতে জানানো হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, "এই পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র গত পহেলা জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় দেওয়া রায়েই নয়, বরং দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচালিত চলমান তদন্তেও করা হবে। পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য আমরা একজন সিনিয়র আন্তর্জাতিক আইনজীবীর পরিচালনায় স্বাধীন আইনজীবী বিশেষজ্ঞদের একটা ছোট্ট দলের প্রস্তাব করছি। আমরা খুব শিগগিরই (এই প্রক্রিয়া) শুরু করব," বলে জানিয়ে ড. ইউনূস ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে দেওয়া যে কোনও কারাদণ্ড এই পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখারও অনুরোধ করেছেন বিশ্বনেতারা।

তবে, এরই মধ্যে ড. ইউনূসের কারাদণ্ড স্থগিত করে তাকে স্থায়ী জামিন দিয়েছে বাংলাদেশের ঢাকার শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিভিন্ন অর্জনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিটিতে। বলা হয়েছে, "এ সমস্ত কারণে তার নিজের সরকার তার সাথে কীভাবে আচরণ করছে তার ওপর সব জায়গার নেতা ও নাগরিকরা গভীরভাবে নজর রাখছেন। অধ্যাপক ইউনূস ও তার সহকর্মীদের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়।" চিঠিতে বাংলাদেশকে অবিলম্বে 'ন্যায় বিচারের নামে এই প্রহসনে'র অবসান ঘটিয়ে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা সমুন্নত রাখারও আহবান জানানো হয়। এর আগে গত ২২শে জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বারোজন সেনেটর অধ্যাপক ইউনূসের হয়রানি বন্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর খোলা চিঠি লেখেন। গত বছরের মার্চে ও আগস্টেও অধ্যাপক ড. ইউনূসের 'হয়রানি' বন্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখা হয়েছিলো। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশের কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের করা একটি মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস-সহ চারজনকে গত পহেলা জানুয়ারি ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ঢাকার একটি শ্রম আদালত এ সাজা ঘোষণা করে। এছাড়া এ মামলায় প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে। মামলার আরেকটি ধারায় তাদের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ওই দিন আদালত কক্ষে দেশি-বিদেশি বহু মানবাধিকার কর্মী রায় পর্যবেক্ষণ করতে উপস্থিত ছিলেন। তবে, সাজা ঘোষণার সাথে সাথেই তার আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে তা মঞ্জুর করে আদালত। ফলে কারাগারে যেতে হয়নি মুহাম্মদ ইউনূসকে। এরই মধ্যে গত ২৮শে জানুয়ারি ঢাকার শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে স্থায়ী জামিন চান অধ্যাপক ইউনূস। শুনানি নিয়ে ট্রাইব্যুনাল তাকে স্থায়ী জামিন দেয়। এছাড়া, গতকাল সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র অনুমোদন দিয়েছে। এই অভিযোগপত্রে প্রতিষ্ঠানটির অন্য কর্মকর্তারাও রয়েছেন। গত বছরের ৩০শে মে দুদক এই মামলাটি করেছিল। এছাড়া ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে ঢাকার শ্রম আদালতে শ্রমিকদের করা আরো ১৮টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। গত বছর এসব মামলা যেদিন হয় সেদিনও মামলা স্থগিত চেয়ে বিশ্বের ১৬০ জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি লেখেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩০.১.২৪ রিহাব)

বাংলাদেশ রিজার্ভ সংকটে পড়লে চীন 'পাশে থাকবে' কীভাবে?

ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন গত বেশ কয়েকমাস যাবত বলে আসছেন যে, বাংলাদেশ রিজার্ভ সংকটে পড়লে চীন পাশে দাঁড়াবে। চীনের রাষ্ট্রদূত গত কয়েকমাসে এ কথা একাধিকবার বলেছেন, যেটি সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছে। কয়েকদিন আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সাথে বৈঠকের পর চীনের রাষ্ট্রদূত আবারো একই কথা বলছেন। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপের মুখে পড়েছে। গত দেড় বছরের বেশি সময় যাবত রিজার্ভ ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের আশংকায় সরকারের দিক থেকে ডলার সাশ্রয়ের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময় বলে আসছে যে পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে। বাংলাদেশে রিজার্ভ সংকট হলে চীন কীভাবে সহায়তা করতে পারে? চীন কেন এ ধরনের সহায়তার কথা বলছে? এসব নিয়ে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাভাবে সহায়তার ক্ষেত্রে চীনের অংশগ্রহণ অনেক পুরনো বিষয়। অনেক দেশ চীনের কাছ ঋণের মাধ্যমে তাদের নানা উন্নয়ন প্রকল্প যেমন বাস্তবায়ন করেছে, তেমনি বাজেট সহায়তার জন্যও ঋণ নিয়েছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ দিয়ে সহায়তা করেছে চীন। সম্ভাব্য রিজার্ভ সংকটের ক্ষেত্রে চীন যে ধরনের সহায়তার কথা বলছে সেটি বাজেট সহায়তা হতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তবে বিষয়টি এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

চীন পাশে থাকার কথা বললেও তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ এখন বাজেট সহায়তা নেবে কি না - সেটি নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কিছু বলছে না। বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি'র সম্মানীয় ফেলো ও অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, চীনের কাছ থেকে যে সহায়তা আসুক না কেন

সেটি ঋণ হিসেবে আসবে। বিবিসি বাংলাকে মি. ভট্টাচার্য বলেন, একটি হচ্ছে বাজেট সাপোর্ট দেয়া। সেক্ষেত্রে যে টাকা পাওয়া যাবে সেটি সরকার তার পছন্দমতো খরচ করতে পারে। আরেকটি হচ্ছে, আমদানির বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া। "সেটা সফট লোন হবে, হার্ড লোন হবে, নাকি মিডিয়াম লোন হবে – সেটা একটা বিষয়," বলেন মি. ভট্টাচার্য। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন থেকে। আমদানি অব্যাহত রাখার জন্যও ঋণ দিতে পারে - সেটি আরেকটি পদ্ধতি। বাংলাদেশ চীনের যেসব কোম্পানির কাছ থেকে আমদানি করে সেসব কোম্পানির বিল মিটিয়ে দিতে পারে চীনা সরকার। এটিও এক ধরনের ঋণ। বাংলাদেশে বর্তমানে বহু অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চীন থেকে যদি নানা ধরনের উপকরণ আমদানি করতে হয়, সেক্ষেত্রেও চীন বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে। তাহলে প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন হবে।

ভারতের দেয়া ক্রেডিট লাইনের কথা উল্লেখ করে মি. ভট্টাচার্য বলেন, ভারতীয় কোম্পানির কাছ থেকে যেসব জিনিস আমদানি করা হচ্ছে, সেগুলোর বিল পরিশোধ করছে ভারত সরকার। পরবর্তীতে বাংলাদেশ তার সময় মতো ভিন্ন আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় সেটি পরিশোধ করতে পারবে। তবে, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় চীনের কাছ থেকে ঋণ নেবার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা হতে পারে। কারণ, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ঋণ নিয়েছে এবং সামনে ঋণের আরো কিস্তি আসবে। এমন অবস্থায় চীনের কাছ থেকে ঋণ নিতে গেলে আইএমফ বিষয়টা মানবে কি না সেটাও একটা দেখার বিষয়, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য। বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, যেহেতু রিজার্ভের প্রেক্ষাপটে কথাটি বলা হয়েছে, তাহলে বাংলাদেশের 'পাশে থাকার' ব্যাখ্যা খুব স্বাভাবিকভাবেই হবে কোনো না কোনোভাবে নগদ ডলার বা ইউয়ান দেয়া। "চীন তো বলেনি যে বিনিয়োগে সমস্যা হলে, তারা বাংলাদেশের পাশে থাকবে। তারা বলেছে, রিজার্ভের সমস্যা হলে পাশে থাকবে। তার মানে তোমার ক্যাশ নাই, আমরা তোমাকে ক্যাশ দেব। এটাই তো মিন (বোঝানোর) কথা।" জাহিদ হোসেন মনে করেন, তিনভাবে এই সহায়তা বা পাশে থাকার বিষয়টি হতে পারে। প্রথমত: বাজেট সহায়তা কিংবা ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সহায়তা হতে পারে। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে - ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সাপোর্টের ক্ষেত্রে সেটি রিজার্ভের সাথে সরাসরি যুক্ত হবে এবং সরকার সেখানে কোনো হাত দিতে পারবে না। এর মাধ্যমে আমদানি ব্যয় মেটানো হবে। সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে এটা কোন কোন কাজে আসবে না।

অন্যদিকে বাজেট সাপোর্টের ক্ষেত্রে সরকার তার বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে। দুটো ক্ষেত্রেই ক্যাশ না নগদ দেয়া হতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে - কারেন্সি বা মুদ্রা সোয়াপ বা বিনিময়। যেটা চীন থেকে আমদানির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। মি. হোসেনের মতে তৃতীয়তটি হচ্ছে - লাইন অব ক্রেডিট প্রতিষ্ঠা করা হবে। যাতে জরুরি আমদানি ব্যহত না হয়। জ্বালানি, বিদ্যুৎ বা সারের মতো জরুরি আমদানি ব্যয়ের বিল পরিশোধ করার মতো যদি নগদ ডলার না থাকে, তাহলে সেই লাইন অব ক্রেডিট থেকে চীন সেটা পরিশোধ করে দিতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, চীন থেকে সহায়তা নেবার মতো পরিস্থিতি কি বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে? "বাংলাদেশে যে হারে রিজার্ভ ফুরাচ্ছে এবং আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণগুলো উঠাতে পারছে না, রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের মাধ্যমে যদি ডলার আসা না বাড়ে শীঘ্র, তাহলে এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। একসময় ডলার ফুরিয়ে যাবে," বলেন জাহিদ হোসেন। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি বর্তমানে যে পর্যায়ে রয়েছে সেটি নিয়ে অনেকে সমালোচনা করলেও সরকার কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম. এ মান্নান বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে চীনের অবশ্যই শক্তি আছে, অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনো সংকট নেই, বরং সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। মি. মান্নান মনে করেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বাজেট সাপোর্ট প্রয়োজন নেই। তবে প্রজেক্ট ঋণের ক্ষেত্রে যে হারে সুদ দিতে হয়, সেটি যদি বাজেট সাপোর্টের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাহলে ঋণ নিতে সমস্যা নেই। "বাজেট সাপোর্ট বা রিজার্ভ সাপোর্ট নেয়া সরকার যদি কোনো কারণে মনে করে তাহলে এটা সরকারের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ওপর।" যে কোনো প্রজেক্টে সহায়তা নিলেও সেটা সরকারের হাতে আসবে। বাজেট সাপোর্ট দেয়া হলে সে অর্থ এককালীন পুরো টাকা সরকারের হাতে চলে আসে। অন্যদিকে প্রজেক্ট সাপোর্ট নেয় হলে সেটি প্রজেক্ট ভিত্তিতে আসে। প্রতি বছর সেটা নিয়ে আলোচনা হয়। চীন বাংলাদেশকে যে আশ্বাস দিয়েছে সেটি মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তি হিসেবে দেখছেন মি. মান্নান। "বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে চীন অনেক কিছুই করার ইতিহাস আছে। সুতরাং কেন আমরা অহেতুক এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব? আমি তো কোনো কারণ দেখছি না। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো – চীনের সামর্থ্য আছে, আমাদেরও প্রয়োজন আছে। আমরা যেহেতু নিতে চাই, সেজন্য বাছাই প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টা আমাদের হাতেই থাকতে হবে," বলেন মি. মান্নান। সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম. এ মান্নান বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা জ্বালানি কোম্পানিগুলোর বকেয়া পরিশোধ করা। তিনি মনে করেন, চীন যে ঋণ দিতে চাইছে সেখানে ভূ-রাজনীতির স্বার্থ জড়িত আছে। "চীন যে কোনো কারণে ঋণ দিতে চাইতেই পারে। আমরা কী বিবেচনায় নেব সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

বাংলাদেশে বিগত সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যেসব দেশ প্রকাশ্যে সমর্থন জুগিয়েছে তাদের মধ্যে চীন অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে চীন শেখ হাসিনার সরকারের প্রতি তার প্রকাশ্য সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। গত ১৫ বছরে চীন বাংলাদেশে পদ্মা সড়ক ও রেল সেতু, কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল, ঢাকায় বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রজেক্টসহ

বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ও করছে। অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, বাংলাদেশে সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে চীনের 'রাজনৈতিক পয়েন্ট' যুক্ত হয়েছে। এখন আরো ঋণ প্রদানের ইচ্ছা পোষণের মাধ্যমে চীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান আরো জোরালো করতে চায়। "অর্থনীতির বিষয়টিকে যদি রাজনীতির সাথে যুক্ত করা যায় তাহলে ভূ-কৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী হয়," বলেন মি. ভট্টাচার্য। যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম এন্ড মেরি ইউনিভার্সিটির এইডডেটা সম্প্রতি তাদের এক গবেষণায় জানিয়েছে, ২০২০ সালে থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত চীন পৃথিবীর ১৬৫টি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে ২০ হাজার প্রজেক্টে ঋণ দিয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় এক দশমিক ৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ঋণ ও অনুদান দুটোই রয়েছে। এর মধ্যে উন্নয়ন খাতে সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছে রাশিয়া, যার পরিমাণ ১৭০ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভেনিজুয়েলা। দেশটি চীনের কাছ থেকে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ ১১৩ বিলিয়ন ডলার। চীনের কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান নেবার ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। এর পরিমাণ ৭০ বিলিয়ন ডলারের মতো। পাকিস্তানের সাথে চীনের গভীর কূটনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক রয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পাকিস্তান চীনের জন্য একটি আদর্শ জায়গা হিসেবে বিবেচিত। চীন তাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত যে বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ গড়ে তুলছে সেটির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হচ্ছে পাকিস্তান। তবে বিভিন্ন দেশকে চীনের ঋণ নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে নানা সমালোচনা রয়েছে। অনেক পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ বিষয়টিকে 'চায়না ডেট ট্র্যাপ' বা 'চীনের ঋণের ফাঁদ' হিসেবে বর্ণনা করেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩০.১.২৪ রিহাব)

নির্বাচন বর্জন করে রাজনৈতিকভাবে কী লাভ হয়েছে বিএনপির?

বিএনপি এবং তার মিত্র জোটের বর্জনের মধ্যেই টানা চতুর্থবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৩০শে জানুয়ারি। গত এক বছরের বেশি সময় ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল বিএনপি। শেষ পর্যন্ত বিএনপি এবং তার রাজনৈতিক মিত্ররা নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকে দলটি কঠোর কর্মসূচি থেকে সরে এসে লিফলেট বিতরণের মতো কর্মসূচি দেয়। নির্বাচনের পর বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো কালোপতাকা মিছিল কর্মসূচি পালন করছে ঢাকা এবং সারাদেশে। ফলে এখন প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচন বর্জন করে কি কোনো রাজনৈতিক অর্জন হলো বিএনপির? যদিও দলটির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি জয়লাভ করেছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, একটি নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে বিএনপি যে লক্ষ্যের কথা বলছে সেটি অর্জন করা দুরূহ। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলছেন, ভোট বর্জন করে আন্দোলনের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। তারা মনে করেন, সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে কম ভোটারের উপস্থিতিই বিএনপির সবচেয়ে বড় সফলতা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার। এখন নতুন করে বিএনপির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা চলছে। দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বলছেন, এখন আন্দোলনে সফলতা এবং ব্যর্থতা নিয়ে দলের মধ্যে নানা মূল্যায়ন যেমন চলছে, তেমনি আলোচনা হচ্ছে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়েও। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই নির্বাচন বর্জনে বিএনপি জয়লাভ করেছে, পরাজিত হয়েছে আওয়ামী লীগ।" শিগগিরই নতুন নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে 'কর্মীদের মনোবল ফিরিয়ে সফল আন্দোলনে'র আশার কথাও বলছেন তারা। এক্ষেত্রে মাঠের আন্দোলনে নেতাকর্মীদের সক্রিয় করার পাশাপাশি, কূটনীতিক তৎপরতা বাড়ানোর কথা বলছে দলটি।

দলের তৃণমূল থেকে শুরু কেন্দ্র পর্যন্ত বেশিরভাগ নেতাকর্মীই মনে করেন, সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের না যাওয়ার সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প ছিল না তাদের কাছে। মি. চৌধুরী দাবি করেছেন, "নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখানোর পরও এ নির্বাচন দেশের ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে।" তিনি বলেন, "নির্বাচন বিএনপি বর্জন করেছে, প্রতিহত করেনি। বিএনপি যদি নির্বাচন প্রতিহত করতে চাইতো, তাহলে নির্বাচন হতো না। সাতই জানুয়ারির নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ২০০ পার্সেন্ট সঠিক ছিল।" সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে সারাদেশে ভোটার উপস্থিতি ছিলও তুলনামূলক অনেক কম। ভোটের পর এর হার নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য নিয়েও বিভ্রান্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক যে ফল ঘোষণা হয় সেখানে দেখা যায় ভোট পড়েছে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ।

বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য এবং যুগ্ম মহাসচিব হারুন অর রশিদ বিবিসিকে বলেন, "বিএনপির আহবানে মানুষ যে সাড়া দিয়েছে তা সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে। জনগণ এই সরকারের অধীনে প্রহসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই। এটাই বিএনপির সবচেয়ে বড় অর্জন।" বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে না গিয়ে দল রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে বলে দাবি করলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, একটি নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের তেমন সুযোগ থাকে না। ফলে বিএনপিকে অপেক্ষা করতে হবে আরও পাঁচ থেকে দশ বছর। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, কম ভোটার উপস্থিতি ছাড়া বিএনপির এই আন্দোলনে প্রাপ্তি তেমন কিছু নাই। মি. আহমদ বলেছেন, "আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই চায়নি বিএনপি এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। এজন্য তারা বিএনপির কাউকে কাউকে হয়তো উৎকোচ দিয়ে ভোটে আসতে বাধা দিয়েছে।" তিনি বলছেন, আন্তর্জাতিক তৎপরতা ও দেশের এত মানুষের সমর্থন নিয়ে বিএনপি যে জনপ্রিয় দল তা প্রমাণে নির্বাচন ছাড়া অন্য তো কোনো পথ খোলা নেই। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "তাহলে বর্জন করে আন্দোলন করলে

লাভ কী?" তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পর ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচন বিএনপি বর্জন করে প্রতিহত করার ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় টিকে যায় আওয়ামী লীগ।

নির্বাচনের পর টানা কয়েক মাস বিএনপি অবরোধের কর্মসূচি পালন করার পর এক পর্যায়ে সেটি ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয় এবং বিতর্কিত সে নির্বাচনে দলটির সাতজন এমপি সংসদেও ছিলেন অনেক দিন। কয়েক বছরের বিরতির পর ২০২২ সালের অক্টোবরে দেশের সব কয়টি বিভাগে টানা বিভাগীয় সমাবেশের কর্মসূচি দিয়ে বিএনপি সারাদেশের নেতাকর্মীদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি করে। প্রায় প্রতিটি সমাবেশে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতি দলের কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। এছাড়া ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়েছিল দেশে-বিদেশে। এবার বেশ আগে থেকেই আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিভিন্ন সময় অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের তাগিদ দিয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলো ভিসা নিষেধাজ্ঞাসহ নানা ইস্যুতে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে সরকারের ওপর, যা বিএনপির নেতাকর্মীদের মনে আশা সঞ্চার করে। কিন্তু ২০২৩ সালের ২৮শে অক্টোবরের পর সে পরিস্থিতি বদলে যায়। ওইদিন বিএনপির হাজার হাজার নেতা-কর্মী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে ঢাকায় জড়ো হয়েছিল। কিন্তু সংঘাত শুরুর পর পুলিশ এক পর্যায়ে তাদের রাস্তা থেকে হটিয়ে দেয়। এরপর দলটির মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই একে একে গ্রেফতার হন, কেউ কেউ আত্মগোপনে চলে যান। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হারুন অর রশিদ দাবি করেছেন, সারাদেশে ২০ থেকে ২৫ হাজার বিএনপি নেতাকর্মী এখন জেলে রয়েছেন, এবং হাজারো নেতাকর্মী গ্রেফতার আতংকে বাড়ি ছাড়া রয়েছেন। "মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপিকে মাঠ থেকে সরিয়ে দেয়ার নানা চেষ্টা করা হয়েছে।" তবে গত দুই সপ্তাহে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেককে মামলা থেকে জামিন পেতে দেখা গেছে। নির্বাচনের আগে ও পরে মোট ৭৪ দিন বন্ধ থাকার পর গত ১১ই জানুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের তালা খুলে প্রবেশ করেন দলটির নেতাকর্মীরা। এমন পরিস্থিতিতে দলটির নির্বাচন বর্জন থেকে ঠিক কী অর্জন হয়েছে, তা নিয়ে দলটির ভেতরে এবং বাইরে নানা প্রশ্ন আছে। মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, "এদেশের মানুষ 'ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন' চায় সে আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে বিদেশিদের কথায়। কিন্তু তারা কোনো দলকে এনে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না।" নির্বাচন ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. তোফায়েল আহমেদও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আশাবাদী নন। তিনি বলেন, "একটা সময় কূটনীতিতে কাউকে কাউকে জোর করে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার বিষয় ছিলও। এখন তো আর সেই যুগ নাই। যেখানে আন্দোলন করে নির্বাচন বন্ধ করা যায়নি, সেখানে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন কীভাবে সম্ভব?" নির্বাচনের পর শরিক ও সমমনা রাজনৈতিক জোটের সদস্যদের সাথে বৈঠক করেছে বিএনপি। আন্দোলনের ব্যর্থতা ও নির্বাচনের পর সরকার গঠন হওয়া নিয়ে নানা ধরনের মূল্যায়নও করেছেন বিএনপি ও সমমনা দলের নেতারা। গণমাধ্যমের খবরে এসব বৈঠকে আন্দোলনের ব্যর্থতার পেছনে ভুল পরিকল্পনা এবং কূটনৈতিক তৎপরতাকে দায়ী করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে এখন আবার নতুন করে কর্মসূচি দেয়ার কথা বলছেন নেতাকর্মীরা। নির্বাচনে পর ২৭শে জানুয়ারি প্রথম বড় কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি, তবে তাতে দলের নেতাকর্মীদের উপস্থিতি কম ছিল। দলটির তৃণমূল এবং মধ্যম সারির নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে সামনে জোরালো কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিএনপি নতুন করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চায়।

তবে দলের ভবিষ্যত পরিকল্পনার ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী। তিনি বলেছেন, "সামনে কী ধরনের পরিকল্পনা নেবো, দলের কৌশল হবে, সেটি আমরা দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাব।" তবে এবার মাঠের আন্দোলনের পাশাপাশি নতুন করে কূটনীতিক তৎপরতা চালানোর কথাও জানিয়েছেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব মি. রশিদ। তিনি বলেন, "নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থান ঠিক আগের মতোই আছে। তবে প্রতিবেশী ভারতসহ কোনো কোনো দেশ বাংলাদেশের মানুষের মতামতের বাইরে গিয়ে সরকারের পক্ষ নিয়েছে নিজেদের স্বার্থে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩০.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

পুলিশের বাধায় ঢাকায় কালো পতাকা মিছিল করতে পারেনি বিএনপি

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) রাজধানীর সাতটি পয়েন্টে কালো পতাকা মিছিল করার প্রস্তুতি নিয়েছিলো। রাজপথে কর্মসূচি পালনের অনুমোদন নেই উল্লেখ করে বিএনপিকে মিছিল বের করতে দেয়নি পুলিশ। নিদলীয় সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবিতে মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করার কথা ছিলো বিএনপি ও সমমনা বিরোধী দলগুলোর।

বিএনপির ভাষায়, অবৈধ ডামি সংসদ বাতিলের দাবিতে, রাজধানীর পীরজঙ্গী মাজার, যাত্রাবাড়ীর কদমতলী বাস স্টেশন, নিউমার্কেট ও দয়াগঞ্জ মোড়ের সামনে কালো পতাকা মিছিল করার কথা ছিলো ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির। আর, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি প্রস্তুতি নিয়েছিলো, শাহজাদপুরের সুবাস্তু নজর ভ্যালি শপিংমল, উত্তরা সেকশন-১২ কবরস্থান ও মিরপুর-৬- এর একটি মসজিদের সামনে থেকে কালো পতাকা মিছিল করার। বিএনপির নেতাকর্মীরা কালো পতাকা নিয়ে সাতটি স্পটে সমবেত হতে শুরু করলে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই কর্মসূচির অনুমতি না থাকায় পুলিশ তাদের বাধা দেয়।

এদিকে, বিএনপির কালো পতাকা মিছিলে যোগ দিতে দুপুর ২টার দিকে রাজধানীর উত্তরা-১২ নম্বর সেকশনের কবরস্থানের কাছে গেলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খানকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। ড. মঈন সমাবেশে ভাষণ দেয়ার সময় পুলিশ বাধা দেয় এবং তাকে একটি পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। পরে বিএনপি নেতাকে ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে চড়ে গুলশানের বাসায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, "মঈন খানকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি। আমরা তাকে থামিয়েছি।"
"আমরা তাকে কালো পতাকা মিছিলে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছি;" যোগ করেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা জোনের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মির্জা সালাহউদ্দিন বলেন, "কোনো অনুমতি ছাড়া কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করেছিলো দলটি।" তিনি বলেন, বিএনপি কর্মসূচি পালনের জন্য ডিএমপির কাছে অনুমতি চেয়েছিলো। কিন্তু নগরীর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনুমতি দেয়া হয়নি। "এ কারণে আমরা তাদের কর্মসূচি পালন করতে দেইনি;" বলেন অতিরিক্ত উপ কমিশনার (এডিসি) মির্জা সালাহউদ্দিন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঘটনাস্থল থেকে ৮ থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।
এছাড়া রাজধানীর অন্যান্য এলাকায় বিএনপির মিছিলে পুলিশ বাধা দিয়েছে এবং কয়েকজন বিএনপি নেতাকর্মীকে আটক করেছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় দুপুর ২টা ২০ মিনিটের দিকে রাজধানীর মতিঝিলের পীরজঙ্গি মাজার যান, তবে মিছিল করতে পারেননি। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, সভা-সমাবেশ করা রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আরো জানান, "রাজধানীর ৭টি স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে আমরা ডিএমপির পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু, পুলিশ সব জায়গায় আমাদের বাধা দিয়েছে। আমরা পুলিশের এই কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।" "সরকার বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করছে এবং কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে দিচ্ছে না;" যোগ করেন এই বিএনপি নেতা।
গয়েশ্বর চন্দ্র রায় জানান, পুলিশের উপস্থিতির মধ্যে কর্মসূচি পালনের জন্য নেতাকর্মীরা মিছিলস্থলের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করেন। তবে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও সংঘাতে জড়ানো তাদের উদ্দেশ্য নয় বলে তিনি জানান। একপর্যায়ে দলের কর্মসূচি পণ্ড হয়ে যাওয়ায় গয়েশ্বর নিজের গাড়িতে করে এলাকা ত্যাগ করেন। মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, "বিএনপি কর্মসূচি পালনের অনুমতি পায়নি।"
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

দুর্নীতির সূচকে ২ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ : টিআইবি

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই)-২০২৩ অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দুই ধাপ পিছিয়ে ১৪৯তম স্থানে নেমে এসেছে। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ধানমন্ডি কার্যালয়ে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "দুর্নীতির ধারণা সূচক-২০২৩, বাংলাদেশ ১০০ -এর মধ্যে ২৪ তম স্কোর পেয়েছে। সিপিআই অনুযায়ী ২০২২ সালের তুলনায় এ বছর বাংলাদেশের স্কোর এক পয়েন্ট কমে ২৪- এ দাঁড়িয়েছে।" ক্রমানুসারে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান যৌথভাবে ১০ তম এবং আরোহণ ক্রমে ১৪৯তম। জরিপের ফলাফলে ১০০ এর মধ্যে ৯০ স্কোর নিয়ে ডেনমার্ককে সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে তালিকার শীর্ষে রাখা হয়েছে। এছাড়া, ৮৭ স্কোর নিয়ে ফিনল্যান্ড দ্বিতীয় ও ৮৫ স্কোর নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড।
এদিকে, সবচেয়ে কম ১১ স্কোর পেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সোমালিয়া। আর, ১৩ স্কোর নিয়ে যৌথভাবে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলা। ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "আমাদের পারফরম্যান্স হতাশাজনক ও বিব্রতকর।" এদিকে সরকার এই প্রতিবেদনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিহিত করে প্রত্যাখ্যান করেছে।
এদিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২৩-এ বাংলাদেশের স্কোর ২০২২ এর তুলনায় ০-১০০ স্কেলে এক পয়েন্ট কমে ২৪ এবং নিম্নক্রম ও উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থানের দুই ধাপ অবনতি হয়ে ১৮০টি দেশের মধ্যে যথাক্রমে ১০ম ও ১৪৯তম। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্কোর ও অবস্থানের এই অবনমন প্রমাণ করে যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার ঘোষণাসহ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গীকার; সূচকের তথ্যের সময়কালে (নভেম্বর ২০২০- সেপ্টেম্বর ২০২৩) বাস্তবিক অর্থে কোনো কার্যকর প্রয়োগ হয়নি। বরং আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতায় বাংলাদেশের অবস্থানের আরো অবনতি হয়েছে।
এ প্রেক্ষিতে কার্যকরভাবে সব ধরনের দুর্নীতির অপরাধের শাস্তি এবং ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পাঁচ দফা সুপারিশ করেছে সংস্থাটি।
মঙ্গলবার টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান জানান, "সিপিআই অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্কোর ২০২২ সাল পর্যন্ত ২৫ থেকে ২৮ এর মধ্যে আবর্তিত ছিলো। কিন্তু ২০২৩ সালে বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় আরো এক পয়েন্ট কমে এক যুগের মধ্যে সর্বনিম্ন ২৪ স্কোর এবং নিম্নক্রম ও উর্ধ্বক্রম উভয় দিক থেকেই দুই ধাপ অবনমন হয়ে যথাক্রমে ১০ম ও ১৪৯তম অবস্থানে রয়েছে।" তিনি বলেন,

"টিআই কর্তৃক ২০১২ থেকে ২০২৩ মেয়াদের প্রবণতা বিশ্লেষণ (Tr end Anal ysi s) করে দেখা যায়, বাংলাদেশের এ বারের স্কোর সার্বিক ১২ বছরের গড় স্কোর ২৬ এর তুলনায় দুই পয়েন্ট কম এবং এই মেয়াদে সর্বনিম্ন।"
টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক শেখ মনজুর-ই-আলম এর সঞ্চালনায়, সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারপার্সন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩১.০১.২০২৪ নারগীস)

ওবায়দুল কাদেরের প্রতিক্রিয়া

দুর্নীতির ধারণা সূচক নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) প্রতিবেদনকে রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেছেন, কোনো জোট বা দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে করা এসব অপবাদকে সরকার পরোয়া করে না।
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "ক্ষমতায় বসে আনুষ্ঠানিকতা শেষে, কাজে মনোনিবেশ করছি।" ত্রুটিমুক্ত গণতন্ত্র পৃথিবীর কোথাও এখন নেই বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩১.০১.২০২৪ নারগীস)

বাংলাদেশ জলবায়ু কর্মসূচির জন্য ১,৫০০ কোটি ডলার সংগ্রহ করবে

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য পাঁচ বছরে ১,৫০০ কোটি ডলার সংগ্রহের চেষ্টা করবে। এ কথা জানিয়েছেন দেশটির পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) সচিবালয়ে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট এর চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয়ের নেতৃত্বে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট ও ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল পরিবেশমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করে। এসময় সাবের হোসেন চৌধুরী এ কথা জানান। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণ করে পরিবেশ মন্ত্রণালয় একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে বলে জানান সাবের হোসেন চৌধুরী।
বাংলাদেশের পরিবেশমন্ত্রী জানান, একটি সহনশীল, জলবায়ু-স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যা হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নিশ্চিত করবে সর্বোচ্চ প্রভাব। "নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বসাম্প্রতিক উদ্ভাবন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করবো;" বলেন সাবের হোসেন চৌধুরী। তিনি জানান, সমাধানগুলো প্রাসঙ্গিক হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের চাহিদা এবং ল্যান্ডস্কেপ অনুযায়ী তৈরি করা হবে। "এই বিষয়ে সব পরামর্শকে স্বাগত জানানো হবে;" তিনি উল্লেখ করেন।
সভায় উভয়পক্ষ জ্ঞান বিনিময় এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নীতি বাস্তবায়নসহ সম্ভাব্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছার বিষয়টি তুলে ধরেন সাবের হোসেন চৌধুরী। জলবায়ু সমস্যা সমাধান এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ক্লাইমেট পার্লামেন্ট এবং ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্ব বজায় রাখার অঙ্গীকার করা হয় মতবিনিময় সভায়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

'দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন' : রাষ্ট্রপতি

আর্থিক খাতের সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) দ্বাদশ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে এ কথা বলেন তিনি। বলেন, "ভূ-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। আর বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে তার প্রভাব আমাদের উপরও পড়বে।" এর আগে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০২৪ সালের প্রথম সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন। গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে এই সংসদ গঠিত হয়েছে।
আসন্ন বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায়, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষি খাতের উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শস্য গুদাম ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন সাধনে মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। "রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি সই ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন;" যোগ করেন তিনি।
জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গভীর সমুদ্রে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদারের আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। "দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পাশাপাশি দক্ষ শ্রমশক্তি রফতানি করতে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করা জরুরি;" বলেন তিনি। নির্বাচন প্রসঙ্গে সাহাবুদ্দিন বলেন, একটি মহল সহিংসতা ও সংঘাত সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ ধারাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। "তাদের গণতন্ত্রবিরোধী ও সহিংস কর্মকাণ্ড জনগণকে সাময়িক উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে। তবে গণতন্ত্রের চেতনা, মানুষকে ভোটদানে বিরত রাখতে পারেনি;" বলেন বাংলাদেশের

রাষ্ট্রপতি। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের গৃহীত সকল পদক্ষেপ ও গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে সুফল বয়ে এনেছে বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা দলগুলো নির্বিঘ্নে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করেছে।

রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সহিংসতা ও নৈরাজ্য পরিহার করবে এবং সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জনগণের কল্যাণ ও গণতন্ত্রের কল্যাণে অহিংসভাবে গঠনমূলক কর্মসূচি পালন করবে। সরকারও এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। অধিবেশনের শুরুতে সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন; রাষ্ট্রপতি তাদের শপথ পাঠ করান।

এর আগে, আওয়ামী লীগরে সংসদীয় দল স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুকে তাদের আগের পদে মনোনয়ন দেয়।

গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যদিয়ে এই জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে। সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ফল ঘোষণা করা হয়েছে ২৯৯টির। এর মধ্যে ২৯৯ আসনে জয়লাভ করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা। আর জাতীয় পার্টি ১১ আসন পেয়ে সংসদে বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ও বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি পেয়েছে একটি করে আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ৬২ জন সংসদ সদস্য হয়েছেন। এদের মধ্যে ৫৮ জন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতা।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

‘নীতিমালা ছাড়া মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি কেন অবৈধ নয়’: হাইকোর্টের রুল

সাধারণ নীতিমালা ছাড়া শাস্তি হিসেবে ‘মৃত্যুদণ্ড’ আরোপ কেন সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। একটি রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) এ রুল দেন। শাস্তি হিসেবে ‘মৃত্যুদণ্ড’ দেয়ার ক্ষেত্রে কেন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের সচিব ও সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ইশরাত হাসান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তুষার কান্তি রায় ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সেলিম আযাদ। রিটের আবেদনকারীও ইশরাত হাসান। এ বিষয়ে আইনজীবী ইশরাত হাসান বলেন, নীতিমালা ছাড়া মৃত্যুদণ্ড আরোপ সংবিধানের কয়েকটি (৭, ২৭, ৩১, ৩২ ও ৩৫) অনুচ্ছেদের সঙ্গে কেন সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ক্ষেত্রে কেন নীতিমালা করা হবে না, তা রুলে জানতে চাওয়া হয়েছে।

এর আগে, শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বিধানের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান গত ৭ ডিসেম্বর রিটটি করেন। রিট আবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এই মৃত্যুদণ্ডের বিধান সংবিধানের ৩২ ও ৩৫ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার সনদ, ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং ১৯৮৪ সালের নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনে মৃত্যুদণ্ডকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ এসব দলিলে সইকারী দেশ। এ কারণে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের ১১২টি দেশ মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। রিট আবেদনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডকে অসাংবিধানিক ঘোষণার আবেদন করা হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

জনগণের নিন্দার মধ্যে যাত্রা শুরু করলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ : গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন যে, গত ৭ জানুয়ারির ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ। আর এর প্রথম অধিবেশনে কেবল ‘নির্লজ্জরা’ যোগ দিতে পারে। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশে সম্মিলিত পেশাজীবী সংগঠনের এক মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন। “জনগণের প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও নিন্দার মধ্যে আজ (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদের যাত্রা শুরু হচ্ছে। এর প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ সকাল থেকে লাল ও কালো পতাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন।”

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় উল্লেখ করেন, সংসদের উদ্বোধনীতে জনগণ আনন্দ উদযাপন করছে না; তারা নিন্দা জানাচ্ছে এবং তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করছে। “এমতাবস্থায় যাদের কোনো লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধ নেই, তারাই এ ধরনের সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন;” যোগ করেন তিনি। গয়েশ্বর রায় জানান, বর্তমান সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে এবং নতুন নির্বাচন দিতে তাদের দল শান্তিপূর্ণভাবে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, “আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। আমরা আমাদের সংগ্রাম থেকে পিছু হটিনি। কিন্তু বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।” তিনি আরো জানান যে, অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন আজ (৩০ জানুয়ারি), দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনের দিন, হরতাল পালন করা হোক। কিন্তু বিএনপি এ ধরনের কর্মসূচি ঘোষণা করেনি। বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান গয়েশ্বর

রায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য সুদৃঢ় করে, বর্তমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

'কালো পতাকা কর্মসূচি গণবিরোধী': ওবায়দুল কাদের

বিএনপির কালো পতাকা কর্মসূচিকে গণবিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। "বিএনপির কালো পতাকা কর্মসূচি একটি গণবিরোধী কর্মসূচি এবং এটি দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র;" বলেন তিনি। কর্মসূচি প্রত্যাহার না করা হলে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ সজাগ থাকবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।

জনস্বার্থবিরোধী কোনো কর্মসূচি সহ্য করা হবে না উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, "শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সকল ষড়যন্ত্র আমরা প্রতিহত করবো।" বিএনপি নেতাকর্মীদের মুক্তি নিয়ে জাতিসংঘের বিবৃতি প্রসঙ্গে আ্ওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ভুল প্রতিবেদন ও ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিবৃতিটি দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া তথ্যানুযায়ী দেশে বন্দির সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি নয়। আর অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে। জামিনযোগ্য অপরাধ হলে জামিন দেয়া হয় বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।

পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, "নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং নতুন সংসদ এ বিষয়ে দৃঢ় ভূমিকা পালন করবে, সমস্যাটিকে অগ্রাধিকার দেবে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

ড. ইউনূসকে নিয়ে ২৪২ জন বিশ্বনেতার খোলা চিঠি, হাছান মাহমুদের বক্তব্য

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে যা প্রকাশিত হয়েছে, তা কোনো বিবৃতি নয় বরং একটি বিজ্ঞাপন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে এক অনুষ্ঠানের পর হাছান মাহমুদ প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। "ওয়াশিংটন পোস্ট এটিকে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করেছে। এটি কেবল একটি বিজ্ঞাপন, খবর নয়। আর স্পষ্টতই, এটি একটি লবিস্ট ফার্ম দ্বারা করা হয়েছিলো;" বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

একই লবিস্ট প্রতিষ্ঠান অতীতে এমন কাজ করেছে বলে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বলেন, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বচ্ছ এবং ড. ইউনূসের মামলায় সরকার কোনো পক্ষ নয়। ইউনূসের সংগঠনের সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণ মামলাটি দায়ের করেছেন এবং অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে বিচার চলছে বলে উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস রবিবার (২৮ জানুয়ারি) বলেছিলেন, তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা নয়, সরকারই তার বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা দায়ের করেছে। এ দাবির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সোমবার (২৯ জানুয়ারি) পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, "তার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, তিনি যা বলেছেন তা সঠিক নয়।"

বাংলাদেশের একটি শ্রম আদালতের দেয়া ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় চ্যালেঞ্জ করে রবিবার (২৮ জানুয়ারি) শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিস্তারিত শুনানির জন্য আদালত আপিল গ্রহণ করে এবং আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দেন। "প্রাথমিক শুনানির পর শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে এবং এ মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের নথি তলব করেছে;" জানান ড. ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ৪ জনের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের জামিন দিয়েছে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল।

এর আগে গত ১ জানুয়ারি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ধারায় ছয়মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে রায় দেন ঢাকার একটি আদালত। আরেকটি ধারায়, তাদের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এই মামলা দায়ের করেছিলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর, ড. ইউনুসের আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। আদালত আবেদন মঞ্জুর করলে কারাগারে যেতে হয়নি ড. ইউনূসকে।

রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় আদালতে সাংবাদিকদের ড. ইউনূস বলেছিলেন, "যে অপরাধ করিনি, সেই অপরাধর জন্য শাস্তি পেলাম।" এই মামলা ছাড়াও, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলাও রয়েছে। এই মামলাকে হয়রানিমূলক বলে উল্লেখ করেন ড. ইউনূসের পক্ষের আইনজীবীরা।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা ও রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ১২৫ জন নোবেল বিজয়ীসহ ২৪২ জন বিশ্বনেতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন। সোমবার (২৯ জানুয়ারি) ওয়াশিংটন পোস্টে এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ড. ইউনুসের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশে একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর প্রস্তাব দেন তারা। ড. ইউনূসের

বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা ঘিরে এ নিয়ে তৃতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি পাঠালেন বিশ্বের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিরা। শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড. ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১ জানুয়ারি আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় এই চিঠি লেখা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, ড. ইউনূসকে হয়রানি নিয়ে দ্বিতীয় দফার খোলা চিঠিতে ১০৮ নোবেল জয়ীসহ বিশ্বের ১৯০ জনের বেশি নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। এরপর গত বছরের আগস্টে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের প্রতি বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞ পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, "যার বিরুদ্ধে মামলা, তার সব দলিল-দস্তাবেজ তারা খতিয়ে দেখুক। সেখানে কোনো অন্যায় আছে কি-না, তারা নিজেরাই দেখুক। তাদের এসে দেখা দরকার, কী কী অসামঞ্জস্য আছে।"

সর্বশেষ চিঠিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, "আমরা আপনার (শেখ হাসিনা) ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। (বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীদের) এই পর্যালোচনা শুধু ১ জানুয়ারি রায় হওয়া শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা ঘিরে করলেই হবে না। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলাটি ঘিরেও করতে হবে।" চিঠিতে আরো বলা হয়, "এই পর্যালোচনার জন্য একজন জ্যেষ্ঠ আন্তর্জাতিক আইনজীবীর নেতৃত্বে স্বাধীন আইন বিশেষজ্ঞদের একটি দল পাঠানোর প্রস্তাব দিচ্ছি। আমরা দ্রুতই এটা শুরু করতে চাই। একইসঙ্গে পর্যালোচনা চলাকালে ড. ইউনূস ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে কারাদণ্ডের রায় স্থগিত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।"

এর আগে, গত বছরের মার্চ ও আগস্ট মাসে একই ধরনের দুটি চিঠি লিখেছিলেন তারা। প্রতিটি চিঠিতেই আগের বারের তুলনায় বেশি সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

'ডাটা সংকটের কারণে চিকিৎসা গবেষণায় পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ' : শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশে নির্ভরযোগ্য ক্লিনিক্যাল ডাটা অবকাঠামোসহ বায়োম্যাটেরিয়ালের সংকট রয়েছে। এ কারণে বৃহত্তর চিকিৎসা গবেষণায় বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকছে। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাসেলসে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন তিনি। এই গোলটেবিল আলোচনার শিরোনাম ছিলো "বায়োব্যাংকিং উইথ বাংলাদেশ: এ জয়েন্ট অ্যাপ্রোচ টু ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেনশন।" বাংলাদেশে ন্যাশনাল বায়ো-ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল কেয়ার, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় অনেকখানি অগ্রগতি অর্জন করেছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রদানে সরকারের সাংবিধানিক ও বৈশ্বিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রায় ১৮ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "চিকিৎসা খাতে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা চালু করতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এখন বাংলাদেশে প্রতিস্থাপন গবেষণা সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য একটি বিশ্বমানের বায়ো-ব্যাংক তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" "চিকিৎসা এবং জীবন বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের প্রচার করবে বায়ো-ব্যাংক। এটি রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে পারে;" যোগ করেন শেখ হাসিনা। তিনি জানান, ২ হাজার ৬৫০ শয্যার হাসপাতাল, আটটি অনুষদ, ৬৮টি বিভাগ এবং প্রায় ৫০০ অনুষদ সদস্য নিয়ে বাংলাদেশের শীর্ষ স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের সুবিধা তত্ত্বাবধানের সক্ষমতা রয়েছে।

শেখ হাসিনা আরো উল্লেখ করেন যে, এই বায়ো-ব্যাংকে অবদান রাখা কেবল আর্থিক পছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি মানবিক কাজ। এই উদ্যোগে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করছে, তাদের ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। একটি উন্নত ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব হিসেবে গড়ে তুলতে একযোগে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। "আসুন আমরা এই বায়োব্যাংককে বাস্তবে রূপ দিতে একসঙ্গে কাজ করি। এটি আমাদের আশার প্রতীক, যা আরো ভাল স্বাস্থ্যকর বিশ্বের দিকে আমাদের পরিচালিত করবে;" যোগ করেন শেখ হাসিনা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

'বন্দি ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গণহারে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো যাবে না' : হাইকোর্ট

শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বন্দি ছাড়া, আটক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গণহারে ডাণ্ডাবেড়ি না পরাতে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের উচ্চ আদালত। একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা এ সংক্রান্ত পরিপত্র কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) ডাণ্ডাবেড়ি পরানো সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানির পর বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল; সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মাকসুদ উল্লাহ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তুষার কান্তি রায় ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সেলিম আজাদ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে বলা হয়েছে, শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বন্দিদের আদালতে হাজিরা বা অন্য কোনো স্থানে আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো যাবে। আইনজীবীরা বলেন, এই পরিপত্র অনুসরণ করতে বলেছেন আদালত। এর বাইরে কোনো বন্দি বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো যাবে না।

শুনানিকালে বাবার জানাজায় ছাত্রদলের এক নেতাকে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে আনার বৈধতা নিয়েও রুল জারি করেছেন আদালত। গত ১৬ জানুয়ারি বাংলাদেশের ৬৪টি কারাগারে গণহারে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো বন্ধ চেয়ে রিট করা হয়। সেই রিটের ওপর ২৯ জানুয়ারি শুনানি হয়।

এর আগে, গত ১৬ জানুয়ারি বাবার জানাজায় ছাত্রদলের এক নেতাকে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে আনার ঘটনা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়। রিটে দেশের সব কারাগারে গণহারে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো বন্ধের নির্দেশনা চাওয়া হয়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্যারোলে মুক্তি পেয়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন ছাত্রদল নেতা মো. নাজমুল মৃধা। জানাজার সময় নাজমুলের হাতকড়া খুলে দেয়া হলেও পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো ছিলো। মো. নাজমুল মৃধা পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। জানাজা শেষে তাকে আবার পটুয়াখালী জেলা কারাগারে পাঠায় পুলিশ। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

রেডিও তেহরান

দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দুই ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ, কাদেরের প্রতিক্রিয়া

দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দুই ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দশম বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। এদিকে টিআইবির প্রতিবেদন রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এ সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি :

বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দুই ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দশম এমনটা জানিয়েছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ- টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। রাজনৈতিক প্রভাব থাকার কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না বলেও জানান তিনি। আজ (মঙ্গলবার) দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি আয়োজিত দুর্নীতির ধারণা সূচক নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান টিআইবির নির্বাহী পরিচালক (স্বকণ্ঠে) : রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যাদের উপর দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এখতিয়ারপ্রাপ্ত সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে বা প্রভাব বিস্তার করছে। যার ফলে যারা দুর্নীতি করেন তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া, তাদেরকে প্রমোট করা হয়। রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে সুশাসন ঠিকমত কাজ করেনি বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির ট্রাস্টি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেছেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতিমুক্ত করার নীতি কতটুকু কার্যকর করতে পারবে সেটিই এখন দেখার বিষয় (স্বকণ্ঠে) : তারা তো নিজেরাই অঙ্গীকার করেছেন যে, দুর্নীতি তারা দমন করবেন। দুর্নীতি কমিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। এখন সবকিছুই নির্ভর করবে যে তারা নিজেরা যেই কথাগুলি বলেন সেটা সৎভাবে বলেন কি না। যেটা বিশ্বাস করেন সেটা নাকি শুধু বলার জন্য বলেন। টিআইবি মনে করে, সূচকের এই স্কোর ও অবস্থানই জানান দেয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবিক অর্থে কতটুকু কার্যকর হয়েছে।

এদিকে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ধারণা সূচক নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদন রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন, এসব অপবাদকে সরকার কখনই পরোয়া করে না। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে, তিনি এ সব মন্তব্য করেন (স্বকণ্ঠে) : বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব সেখানে অবস্থানগতভাবে কোনো কোনো জোট বা দেশ তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের পাহারাদার এসব প্রতিষ্ঠান। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

দ্বাদশ সংসদ তথাকথিত, বিরোধীদলও সাজানো, মন্তব্য রিজভীর

বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ কে তথাকথিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা রিজভী। তিনি আরো বলেছেন, বিরোধীদল সাজানো এ সংসদ জনগণের নয়। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা :

দ্বাদশ সংসদকে তথাকথিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব ঘৃণাভরে এই নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ সংসদ জনগণের নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। মঙ্গলবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। রিজভী বলেন, বর্তমান সংসদের সব সদস্যই এক দলের। বিরোধী দল কারা হবে, তারা কে কী বলবে, কে কী করবে, স্বতন্ত্র লীগের ভূমিকা কী হবে সবকিছুই পুতুল খেলার মতো সাজানো (স্বকণ্ঠে) : ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় বাকশালীয় সংসদের যাত্রা শুরু হচ্ছে আজ। পৃথিবীতে অদ্ভুত সরকারের অভিনব কিসিমে অদ্ভুত এই সংসদের সকল সদস্যই একদলের। বিজিত কারা হবে, তারা কে কী বলবে করবে, স্বতন্ত্র লীগের ভূমিকা কী হবে সবকিছুই পুতুল খেলার মত সাজানো। অন্যদিকে, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পেশাজীবী পরিষদের

মানববন্ধনে অংশ নিয়ে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, পুলিশের লাঠি দিয়ে জনগণকে বেশিদিন দমিয়ে রাখা যাবে না। (স্বকণ্ঠে) : দমন করে কিছুই হবে না। তারা কখনোই মানুষের মনের ভাষা বুঝতে পারবে না। লড়াই আমাদের চলমান, লড়াই আমাদের থেমে নাই। এর আগে রাজধানীসহ সারা দেশে কালো পতাকা মিছিল করেছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

জাপান থেকে ভিসামুক্ত ভ্রমণ শুরুর কথা বিবেচনা এবং দেশটি থেকে অনুরূপ পদক্ষেপের আহ্বান চীনের

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, জাপান থেকে ভিসা ছাড়া সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ পুনরায় শুরু করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে বেইজিং। জাপানি ভ্রমণকারীদের ১৫ দিন পর্যন্ত চীনে অবস্থান করতে পারার এই ব্যবস্থাটি করোনাভাইরাস মহামারির কারণে ২০২০ সাল থেকে স্থগিত রয়েছে। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেন, "চীনে ভ্রমণের ভিসামুক্ত নীতি পুনরায় চালু করার জন্য জাপানের সকল মহল থেকে আসা অনুরোধ আমরা নিবিড়ভাবে বিবেচনা করে দেখব।" পাশাপাশি ওয়াং এই প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন যে জাপানও চীনের সাথে দুই দেশের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত যাতায়াত সহজ করতে একইভাবে কাজ করবে।
উল্লেখ্য, বেইজিং দীর্ঘদিন ধরে কূটনীতিতে পারস্পরিক সম-আচরণের প্রবক্তা। রবিবার চীন এবং থাইল্যান্ড একে অপরের দেশে স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভিসার প্রয়োজনীয়তা মওকুফ করার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। এছাড়া, গত বছরের ডিসেম্বর থেকে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং অন্য তিনটি দেশের স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণকারীরাও ভিসা ছাড়াই চীনে প্রবেশ করতে পারবেন। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৪ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

আবার ড. ইউনূসের সাজা স্থগিতের আহ্বান বিশ্বব্যক্তিত্বদের

শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ছয়মাসের কারাদণ্ড দেয়াকে 'বিচারের নামে প্রহসন' বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি খোলা চিঠি দিয়েছেন ২৪২ বিশ্বব্যক্তিত্ব। চিঠিটি ২৮ জানুয়ারি 'প্রটেক্ট ইউনূস ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম' ওয়েবসাইটে এবং ২৯ জানুয়ারি মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বব্যক্তিত্বদের এই চিঠি পিআর নিউজওয়্যারেও প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন ১২৫ নোবেল বিজয়ীসহ ২৪২ বিশ্বব্যক্তিত্ব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে তারা উল্লেখ করেছেন, ''অধ্যাপক ইউনূসের চলমান হয়রানি ও হুমকির বিষয়ে এর আগের ১০৮ নোবেল পুরস্কার বিজয়ীসহ ১৯০ জনের বেশি বিশ্বনেতার সই করা চিঠির জবাবে গত বছরের আগস্টের শেষদিকে একটি সংবাদ সম্মেলনে আপনি বলেছিলেন, ''এক্সপার্ট পাঠাক, ল ইয়ার পাঠাক। যার বিরুদ্ধে মামলা তার দলিল-দস্তাবেজ খতিয়ে দেখুক যে সেখানে কোনো অন্যায় আছে কি না। তারা এসে দেখুক।" আমরা আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। শ্রম আইনের যে মামলার রায় ১ জানুয়ারি দেওয়া হয়েছে শুধু সেটিই নয়, সেইসঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান ইনভেস্টিগেশনও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমরা পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাধীন আইনি বিশেষজ্ঞদের একটি ছোট দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন সিনিয়র আন্তর্জাতিক আইনজীবীর প্রস্তাব করছি। আমরা শিগগির পর্যালোচনা শুরু করতে চাই এবং অনুরোধ করব যে, অধ্যাপক ইউনূস ও তার সহকর্মীদের যেকোনো কারাদণ্ডের সাজা এই পর্যালোচনা পর্যন্ত স্থগিত করা হোক," লেখা হয়েছে চিঠিতে। চিঠির প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ মঙ্গলবার ঢাকায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''ওয়াশিংটন পোস্টে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে অন্যান্য নোবেল বিজয়ীদের যে বক্তব্য ছাপা হয়েছে, সেটা বিজ্ঞাপন, কোনো সংবাদ নয়।"
বাংলাদেশের 'বিচার ব্যবস্থা খুব স্বচ্ছ' দাবি করে মন্ত্রী আরো বলেন, ''বিচার ব্যবস্থা স্বচ্ছ বিধায় সরকারি দলের অনেকেই বিচারের সম্মুখীন হয়, জেলেও যায়। ড. ইউনূসের মামলায় সরকার কোনো পক্ষ নয়, যেসব শ্রমিক-কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়েছেন, তারাই তার নামে মামলা করেছেন।" প্রসঙ্গত, শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ছয়মাসের সাজার রায় চ্যালেঞ্জ করে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করার পর রোববার ড. ইউনূস সাংবাদিকদের বলেন যে, তার বিরুদ্ধে এই মামলাটি শ্রমিকরা নন, সরকারের অধীনে থাকা একটি অধিদপ্তর করেছিল। তিনি বলেন, ''কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তো সরকারি, সরকারের অধীন। শ্রমিক তো কোনো মামলা করেনি, সেটা আপনারা (সাংবাদিক) বলেন। এটা তো মিথ্যা কথা।"
এদিকে, গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের প্রায় ২৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা একটি মামলায় সোমবার ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিটে অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদক সচিব মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ''কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ–সংবলিত একটি প্রতিবেদন দুদকে পাঠিয়েছিল। দুদক দীর্ঘ অনুসন্ধান করে ঘটনার সত্যতা পেয়ে মামলা করে। সেই মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়ার অনুমোদন পাওয়া গেছে।" ড. ইউনূসের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন এই বিষয়ে বলেন, ''সরকারের নির্দেশে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান

অধিদপ্তর দুদকে চিঠি দিয়েছে, যেটা তারা পারে না। আর ড. ইউনূস যখন এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন, তখন তড়িঘড়ি করে দুদক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দিয়েছে। এর মাধ্যমে ড. ইউনূসকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে।" এর আগে গত সপ্তাহে ড. ইউনূসকে 'হয়রানি বন্ধের' আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি চিঠি পাঠান যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটের ১২ জন সদস্য। চিঠিতে তারা লিখেছেন, ''যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে, যার মধ্যে আছে অভিন্ন স্বার্থে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতা। অধ্যাপক ইউনূসকে হয়রানির অবসান এবং অন্যদের সরকারের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে বাক্স্বাধীনতা চর্চা করার সুযোগ এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করবে।" নিজ দেশে আইনি জটিলতার মধ্যেও অবশ্য নিজের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি 'তিন শূন্যর' নতুন পৃথিবী গড়তে চান। একটি শূন্য নিট কার্বন নিঃসরণ, দ্বিতীয়টি শূন্য সম্পদ কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা এবং তৃতীয়টি উদ্যোক্তা শক্তি বিকাশের মাধ্যমে শূন্য বেকারত্বের।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৩০.১.২৪ রিহাব)

৩১ জানুয়ারি: স্মরণে 'মিরপুর মুক্ত' দিবস

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় একাত্তরের ডিসেম্বরে। কিন্তু ঢাকার মিরপুর তখনো পাকিস্তানপন্থিদের কব্জায়। সেখানে বিজয় আসে বাহাত্তরের ৩১ জানুয়ারি। মিরপুর মুক্ত হতে সময় লেগেছিল কেন? তখন একাত্তর শেষ হয়ে বাহাত্তর শুরু হয়ে গেছে। পুরো বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার থেকে মুক্ত। কিন্তু রাজধানীর বুকে মিরপুর তখনো অবরুদ্ধ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একটি অংশ সেখানে আত্মগোপন করেছিল। বিহারি ও রাজাকাররাও ছিল সক্রিয়। অবরুদ্ধ মিরপুর মুক্ত করতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, পুলিশসহ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা বার কয়েক অভিযান পরিচালনা করেও ব্যর্থ হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মোহাম্মদপুর ও মিরপুর থানার গেরিলা কমান্ডার (মামা গ্রুপ) ছিলেন শহীদুল হক মামা। মিরপুর মুক্ত করার কৌশল নির্ধারণের জন্য ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডার শহীদ কর্নেল এ টি এম হায়দার বীরউত্তম ও শহীদুল হক মামার নেতৃত্বে একটি বৈঠক হয়। এ নিয়ে 'মিরপুরের ১০টি বধ্যভূমি' বইয়ে মিরাজ মিজু লিখেছেন, ''বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিহারি কর্তৃক লুণ্ঠিত মালামাল বেচাকেনার বাজারটি (মিরপুর ৬ নম্বর সেকশন) গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর ২৯ জানুয়ারি শহীদুল হকের নেতৃত্বে ইপিআর জওয়ান, মামা গ্রুপের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা, বাবর গ্রুপ, তৈয়বুর গ্রুপ, হানিফ গ্রুপ ও বিএলএফের মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু আত্মগোপনকারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, তাদের এদেশীয় দোসর বিহারি ও রাজাকারদের হাতে থাকা প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ ও ভারী অস্ত্রের কাছে শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেননি মুক্তিযোদ্ধারা। সেদিনের যুদ্ধে শহীদ হন তৈয়বুর গ্রুপের রফিকসহ নাম না জানা আরও কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা।" ৩০ জানুয়ারি সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের যৌথ অভিযান চলতে থাকে। সেদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪১ জন সদস্য এবং অনেক পুলিশ সদস্য শহীদ হন। তাদের মধ্যে অন্যতম লেফট্যানেন্ট সেলিম। তবে টানা অভিযানে একসময় পর্যুদস্ত হয় আত্মগোপনে থাকা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, রাজাকার ও উর্দুভাষীরা। ৩১ জানুয়ারি মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ডি ব্লকের মাঠে (বর্তমান ঈদগাহ মাঠ) আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দেশি দোসররা।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়ের পরও দেড় মাস লেগেছে মিরপুর মুক্ত হতে। এর কারণ জানতে চাইলে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় বাহিনী ছিল মিরপুরে। তাদের জেনেভা কনভেনশন ও ভিয়েনা কনভেনশন মেনে কাজ করতে হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক কনভেশন অনুযায়ী কোনো অসামরিক ও নিরস্ত্র এলাকায় তারা অভিযান চালাতে পারে না। তবে তারা মাইকিং করে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল। পরে বাংলাদেশের বাহিনী দায়িত্ব গ্রহণের পর অভিযান পরিচালনা করে। তারাও আগে মাইকিং করে বলছিল হানাদাররা যাতে আত্মসমর্পণ করে। পরে অভিযান চালানো হয়। সে সময় আবার পাকিস্তানি, রাজাকার ও উর্দুভাষীরা যে পাল্টা আক্রমণ করবে, সেটা ভাবতে পারেনি বাংলাদেশের বাহিনীর কেউ। এ কারণে সেই অভিযানে জহির রায়হানসহ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন বলে জানান লেখক ও নির্মাতা শাহরিয়ার কবির। বড় ভাই শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারকে মিরপুরে কোনো একটি বাড়িতে আটক আছেন- এমন খবর পেয়ে তাকে খুঁজতে যান চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক জহির রায়হান। সেটা ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারির ঘটনা। বড় ভাইকে খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান জহির রায়হান। এ নিয়ে ১৯৭২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হয়, ''পরিবারের সদস্যরা গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করে আছেন জহির রায়হান কখন বাসায় ফিরবেন?" এরপর থেকে ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান অন্তর্ধান দিবস পালন করা হচ্ছিল। তবে সাংবাদিক ও গবেষক জুলফিকার আলি মানিকের 'মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণাঙ্গন মিরপুর/জহির রায়হান অন্তর্ধান রহস্যভেদ' বই থেকে জানা গেছে, মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের পানির ট্যাংক এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর বিহারি-রাজাকারদের সংঘবদ্ধ সশস্ত্র হামলার শিকার হন জহির রায়হান। বইটিতে মিরপুর রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা নায়েক (অব.) আমির হোসেনের ভাষ্যে বলা হয়, বেলা ১১টায় সশস্ত্র হামলা করে বিহারি-রাজাকার-পাকিস্তানি বাহিনী। পানির ট্যাংকের পাশে লুটিয়ে পড়েছিল জহির রায়হানের দেহ। তাঁর জামাজুড়ে ছিল রক্তের দাগ। জুলফিকার আলি মানিকের অনুসন্ধানের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে জানা যায়, জহির রায়হান আসলে শহীদ

হয়েছিলেন। বড় ভাইয়ের খোঁজে জহির রায়হানের মিরপুরে যাওয়ার সময় একটা সময় পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন তার অনুজ চাচাতো ভাই লেখক ও নির্মাতা শাহরিয়ার কবির। জহির রায়হানের শহিদ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হতে, প্রায় ২৭ বছর লাগার কারণ জানতে চাইলে শাহরিয়ার কবির বলেন, ''মিরপুরে নুরী মসজিদে বধ্যভূমি পাওয়া গেল ১৯৯৯ সালে। সেই সূত্র ধরেই জহির রায়হানের শহিদ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। তার আগে আমরা পরিবার থেকে তাকে নিখোঁজ বলে আসছিলাম। কারণ, আমরা তো লাশ দেখিনি। (লাশ দেখার আগে) আমরা কীভাবে বলব যে, তিনি শহিদ হয়েছিলেন।"

১৯৯৯ সালে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর শহিদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে জহির রায়হানকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও দেওয়া হয়- বললেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির। স্বাধীনতার আগে মিরপুরে সংখ্যায় বেশি থাকলেও পরে সেখানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় উর্দুভাষীরা। তাদের পূর্বসুরীরা ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারতের বিহার থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। এক সময় তারা মোহাজির বা বিহারি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। একাত্তরে তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থানে ছিল। ফলে ডিসেম্বরের পর বিহারিদের বড় একটি অংশ শরণার্থী হিসেবে পাকিস্তানে পাড়ি জমায়। যারা যেতে পারেনি, তারা 'আটকেপড়া পাকিস্তানি' হিসেবে ক্যাম্পের জীবন বেছে নেয়। এই জনগোষ্ঠী দাবির মুখে বাংলাদেশ সরকারও বিভিন্ন সময় তাদের পাকিস্তান পাঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানকার সরকার এতে সাড়া দেয়নি। এদিকে মুক্তিযুদ্ধের তিন দশক পরে এসে ক্যাম্পের উর্দুভাষীরা পাকিস্তানে যাওয়ার ভাবনা থেকে সরে আসে। তারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার দাবিতে সোচ্চার হন। এমনকি এ বিষয়ে আইনেরও আশ্রয় নেন। উর্দুভাষীদের নেতা সাদাকাত খান ফাক্কুর রিট আবেদনে সাড়া দিয়ে ২০০৮ সালের ১৮ মে উচ্চ আদালত তাদের ভোটাধিকার দেয়। এরপর থেকে উর্দুভাষী সংগঠনগুলো প্রত্যাবাসনের বদলে পুনর্বাসনের দাবি আদায়ের জন্য কাজ করছে। এ বিষয়ে মিরপুরের উর্দুভাষী তরুণ সৈয়দ হাসান সোহেল বলেন, ''আমরা জন্মগতভাবে বাংলাদেশি। এখানেই বড় হয়েছি। পাকিস্তানে গিয়ে কী করব? আমরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছি। তবু মৌলিক অধিকার বঞ্চিত। ক্যাম্পের ১০/১২ ফুটের রুমের মধ্যে ৪-৫ জন বসবাস করে। আধুনিক যুগে এসে এই মানবেতর পরিস্থিতি থেকে আমরা মুক্তি চাই।" উর্দু স্পিকিং পিপলস ইউথ রিহ্যাবিলিটেশন মুভমেন্ট (ইউএসপিওয়াইআরএম)-এর তথ্যমতে, মিরপুরে বিহারি ক্যাম্পের সংখ্যা ৩৯। সেখানে প্রায় এক লাখ উর্দুভাষী বাস করছে। এসব ক্যাম্পের জায়গায় তাদের বৈধ কোনো অধিকার নেই। তাই ক্যাম্পবাসী সবসময় উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে থাকেন দাবি করে উর্দুভাষী যুব-ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ইমরান খান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''স্বাধীনতার পর আমরা যখন নিজের ঘর-বাড়ি হারিয়ে ফেলি, তখন ক্যাম্পে রাখা হয়। পরে আবার এগুলো সরকার প্লট আকারে বরাদ্দ করে। তাই যারা মালিক, তারা ক্যাম্প উচ্ছেদের চক্রান্ত করে।" ইমরান খান আরো বলেন, ''দীর্ঘদিন আমরা একটা পরিচয়হীনতার মধ্যে ছিলাম। তারপর আমরা বাংলাদেশে ভোটাধিকার পেয়েছি। এখন তাই পাকিস্তান নিয়ে কেউ ভাবেও না। আমার বাবা, আমার দাদা কেউ পাকিস্তান দেখেনি। তাই আমরা পাকিস্তানে যাবো কেন? বাংলাদেশেই স্থায়ী বাসস্থান চাই আমরা।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৩০.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় হয়েছে দেশের জনগণের ও গণতন্ত্রের : রাষ্ট্রপতি

আজ থেকে শুরু হলো দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন। নতুন সংসদের এমপিদের নিয়ে বিকেল তিনটায় শুরু হয় নতুন অধিবেশন। ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকু অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে আবারও স্পিকার নির্বাচিত করা হয়। রেওয়াজ অনুযায়ী আজ প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জয় হয়েছে দেশের জনগণের, জয় হয়েছে গণতন্ত্রের। এ সময় অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করায় নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। দ্বাদশ সংসদে ২২৩টি আসন নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওয়া আওয়ামী লীগ সরকারি দল ও মাত্র ১১ টি আসন নিয়ে জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি'র কালো পতাকা মিছিল গণবিরোধী কর্মসূচি : ওবায়দুল কাদের

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা একটি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন বাজার নিয়ন্ত্রণে কঠিন দায়িত্ব পালন করবে নতুন সংসদ। দুপুরের ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। এ সময় গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার বিরুদ্ধে কালো পতাকা কর্মসূচিকে গভীর ষড়যন্ত্র মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির কালো পতাকা মিছিল গণবিরোধী কর্মসূচি। দেশের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে ও গণতন্ত্রের স্বার্থে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে আওয়ামী লীগ।

(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

মঈন খানকে আটকের কিছু সময় পর ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

বিএনপির পূর্ব ঘোষিত কালো পতাকা মিছিল থেকে আটকের কিছু সময় পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খানকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে উত্তরায় বিএনপির মিছিল থেকে তাকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায় বলে দলটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল। পরে বিকেল সোয়া তিনটার দিকে মঈন খানকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে। যদিও ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয় তাকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দিদের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সংসদ বাতিলসহ এক দফা দাবিতে আজ কালো পতাকা মিছিলের আয়োজন করেছিল বিএনপি।
(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

ড. ইউনূসকে নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে সংবাদ নয় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর মামলায় সরকার কোনো পক্ষ নয়। যেসব শ্রমিক-কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়েছেন তারাই তার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মঙ্গলবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ১৪টি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবের এ কথা বলেন তিনি। এর আগে ড. ইউনূসের বিচারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি পাঠান শতাধিক নোবেল বিজয়ীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব স্থানীয় ২৪২ ব্যক্তি। ২৯শে জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট এটি প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ড. হাছান মাহমুদ বলেন প্রকৃত পক্ষে এটি বিবৃতি নয়, বিজ্ঞাপন। এর আগেও এমনটি ছাপা হয়েছে। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে কারাবন্দিদের আবারো মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ

বাংলাদেশের রাজনৈতিকভাবে কারাগারে বন্দি থাকা ব্যক্তিদের মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মত প্রকাশের কারণে মানুষদেরকে কারাগারে প্রেরণ এটা হতে পারে না বলে আমরা নীতিগতভাবে বিশ্বাস করি। সোমবার জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন ডুজারিক বলেন আমরা অনতিবিলম্বে আটককৃতদের মুক্তির আহ্বান জানাচ্ছি। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

গ্রেফতারকৃত আসামিদের গণহারে ডান্ডাবেড়ি পরানো যাবে না : হাইকোর্ট

শীর্ষ সন্ত্রাসী জঙ্গি ও দুর্ধর্ষ আসামি ছাড়া গ্রেফতারকৃত আসামিদের ডান্ডাবেড়ি পরানো যাবে না বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মে. আতাবুল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে গণহারে ডান্ডাবেড়ি পরানো কেন অবৈধ হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আদালত আগামী ১১ মার্চ রুল শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

দুর্নীতির সূচকে অবনতি ঘটেছে বাংলাদেশের : টিআই

বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম বলে জানিয়েছে জার্মানির বার্লিন ভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল টিআই। দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। টিআই এর দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রতিবেদন-২০২৩শে এমন চিত্র উঠে এসেছে বলে জানানো হয়। টিআই জানায় ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ২৪। এই স্কোর গতবারের চেয়ে দুই পয়েন্ট কম। গতবার বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৬। তালিকায় ১০০ স্কোরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম। এর আগের বছর বাংলাদেশের অবশেষে ছিল ১৪৭তম। প্রতিবেদনে নানা বিষয়ের উল্লেখ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের অবস্থান খুবই হতাশাজনক। বাংলাদেশের এবারের স্কোর ও অবনমন প্রমাণ করে যে, বাস্তবিক অর্থে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অঙ্গীকারগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয়নি।
(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

এবার অমর একুশে বইমেলায় মোট ৬৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে : বাংলা একাডেমি

এবার অমর একুশে বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে এবং ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রায় সাড়ে এগারো লাখ বর্গফুট এলাকা জুড়ে। একাডেমি প্রাঙ্গণে ১২০টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭৩টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ৫১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৬৪টি ইউনিট অর্থাৎ মোট ৬৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৯৩৭টি ইউনিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ এর সার্বিক প্রস্তুতি বিষয়ে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

বিজিবির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মেজর জেনারেল মো. আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী

বিজিবির নতুন মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মেজর জেনারেল মো. আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। তিনি মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান এর স্থলাভিষিক্ত হবেন। মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সেনা কর্মকর্তা

আশরাফুজ্জামানকে বিজিবির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়। সেই সঙ্গে তার চাকরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে ন্যস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

বিএনপির ব্যর্থতার জন্য গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অপবাদ দিয়ে লাভ নেই : সেতুমন্ত্রী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আরো প্রতিযোগিতামূলক বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে পারত; কিন্তু বিএনপির কারণে হয়নি। এমন দাবি করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'এর দায় বিএনপির। তাদের ব্যর্থতার জন্য গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অপবাদ দিয়ে কোনো লাভ নেই।' আজ মঙ্গলবার দুপুরে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে একটা প্রতিক্রিয়া ছিল। ঢাকায় কিন্তু তাদের যে রাষ্ট্রদূত তিনি নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন। ইউরোপের অনেক দেশও বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার কথা জানিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'যে নির্বাচনে ৪১ শতাংশের মতো ভোটার উপস্থিত ছিল, সে নির্বাচনকে পৃথিবীর মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে কোনো অবস্থাতেই ভোটারবিহীন নির্বাচন অপবাদ দিতে পারবে না। তবে বিএনপির মতো দলগুলো যদি থাকতো তাহলে আরো প্রতিযোগিতামূলক হতো, আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতো। সে ত্রুটিটা আমাদের সৃষ্ট নয়। সেটা বিরোধী দল সৃষ্টি করেছে। এখানে সরকারি দলের উপর অপবাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হবো না, অন্যদেরও অবগাহন করতে দেবো না : গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী

দুর্নীতিতে নিমজ্জিত না হওয়ার প্রত্যয় জানিয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেন, 'অন্যদেরও অবগাহন করতে দেবো না। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। গত ১১ জানুয়ারি দায়িত্ব পাওয়ার পর এই প্রথম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে আস্থা রেখে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন, এই দায়িত্ব পালনে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমি যদি কোনো অপরাধমূলক কাজ করি, সেটা অবশ্যই আপনারা হিসাবে নেবেন। কিন্তু আমি বারবার অপতথ্যের শিকার হই, সেটা যাতে না হয় সেই বিষয়ে বিনীত অনুরোধ রাখব। আমি নাসিরনগর ও হেফাজতে ইসলাম নিয়ে অপতথ্যের শিকার হয়েছি। আমি যদি অপরাধমূলক কাজ করি, নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা না। আমার পেরিফেরিতে যদি অন্য কেউ অপরাধমূলক কাজ করে, আপনারা যদি তুলে ধরেন, আমার জন্য সুবিধা হবে। আমি সেটা সংশোধনের চেষ্টা করব।' প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন। আপনার মন্ত্রণালয় নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী- এ বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী বলেন, 'আমার পরিকল্পনা খুব সিম্পল। আমি দক্ষতা, যোগ্যতার এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে চাই। এটা যদি আমি করতে পারি, এটাই আমার চ্যালেঞ্জ, এটাই আমার পরিকল্পনা।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পরিকল্পনামন্ত্রীর সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের ফাইন্যান্সিয়াল ও মনিটারি পলিসির মিসম্যাচ-এর কারণে আমরাও ডলার সংকটে ভুগছি। বিশ্বব্যাপী সমস্যা আমাদেরও প্রভাবিত করেছে। এজন্য বাংলাদেশের কাছে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে আমাদের মুদ্রায় লেনদেনের প্রস্তাব দিয়েছি, বাংলাদেশ সেটি বিবেচনা করছে।' আজ মঙ্গলবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রীর সঙ্গে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, জানতে চাইলে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'বর্তমানে খুব কম দেশেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে চীন একটি। বাংলাদেশেরও আছে। চীনের এরই মধ্যে ১৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশের সঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে যৌথভাবে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমরা কীভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি, কীভাবে একসঙ্গে কাজ করতে পারি সেসব বিষয়ে কথা হয়েছে।' তিনি বলেন, আমাদের চীনে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফর্মস কমিটি আছে, সেটি হুবহু এ দেশের পরিকল্পনা কমিশনের কমিটির মতো। এই দুই কমিটি একসঙ্গে কীভাবে কাজ করতে পারে সেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক এগিয়ে নিতে কাজ করছি। এসময় পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুস সালাম বলেন, 'তাদের সঙ্গে আমাদের যেসব সমস্যা আছে, সেগুলোর সমাধানে আলাপ হয়েছে।' পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'চীনেরও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রয়েছে, আমাদেরও আছে। সেসব বিষয়ে কীভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যায় তা নিয়ে কথা হয়েছে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

বিমানবন্দরে প্রবাসী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদা কাউন্টার হচ্ছে : বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী

প্রবাসী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিমানবন্দরে আলাদা কাউন্টার হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে নিজ দফতরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। প্রবাসী এবং বীর

মুক্তিযোদ্ধারা বিমানবন্দরে আলাদা কাউন্টারের দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন কি না, জানতে চাইলে বিমানমন্ত্রী বলেন, 'ইতোমধ্যে প্রবাসী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিমানবন্দরে আলাদা কাউন্টার করার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।' হাইকমিশনারের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'বিমান ও পর্যটন খাতে ভারতের সঙ্গে আমাদের যে কো-অপারেশনগুলো চলছে, সেগুলো অব্যাহত থাকুক এবং আগামী দিনে আরো নতুন নতুন কী করা যায়, সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।' তিনি বলেন, 'প্রতিদিন প্রায় ২০০ এর ওপরে ফ্লাইট বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে চলাচল করে। এটা আরো বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তারা আলোচনা করেছেন। আমরা বলেছি আমরাও এটা দেখব। এছাড়া ট্যুরিজম সেক্টর নিয়েও আলোচনা করেছি। কীভাবে উভয় দেশের মধ্যে বিশেষ করে ভারত থেকে বাংলাদেশে আরো বেশি করে পর্যটক আসতে পারে তার জন্য পর্যটন মেলার ব্যবস্থা দুই দেশই করব। সেখানে ভিসাকে সহজ করার জন্য কী করা যায়, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

চতুর্থবারের মতো স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

টানা চতুর্থবারের মতো জাতীয় সংসদের স্পিকার পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। আজ মঙ্গলবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বৈঠকে শিরীন শারমিন চৌধুরীকে স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এর আগে বিকেল ৩টায় একাদশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকুর সভাপতিত্বে সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতে ডেপুটি স্পিকার সবাইকে স্বাগত জানান। এরপর নতুন স্পিকার নির্বাচন করা হয়। সংসদে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্পিকার হিসেবে শিরিন শারমিন চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেন। আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সম্পাদক চিফ হুইপ নূর-ই আলম চৌধুরী লিটন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্পিকার হিসেবে অন্য কোনো মনোনয়ন ছিল না। পরে কণ্ঠভোটে স্পিকার নির্বাচিত হন। ডেপুটি স্পিকার এ সময় সর্বসম্মতিক্রমে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শিরীন শারমিন চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। এরপর সংসদ অধিবেশন ২০ মিনিটের জন্য মুলতবি করা হয়। এসময় সংসদ ভবনস্থ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন নতুন স্পিকারকে শপথ পড়ান। স্পিকার নির্বাচনের সময় সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদেরসহ সরকারি ও বিরোধী দলের প্রায় সব সংসদ সদস্য সংসদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

দ্বাদশ সংসদের প্রথম সারিতে বসলেন যারা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ অধিবেশন শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় বসে সংসদের প্রথম অধিবেশন। অধিবেশনের প্রথমদিন টানা চতুর্থবারের মতো জাতীয় সংসদের স্পিকার পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এবারের সংসদে সরকারি দলের বেঞ্চের প্রথম আসনে বরাবরের মতোই বসেছেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পরের একটি আসন ফাঁকা রয়েছে। এর পর থেকে পর্যায়ক্রমে বসেছেন সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আমির হোসেন আমু, আ ক ম মোজাম্মেল হক, অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, ওবায়দুল কাদের ও তোফায়েল আহমেদ। মাঝের অংশের প্রথম সারির বাম দিকের প্রথম আসনে বসেছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এর পর পর্যায়ক্রমে বসেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী ফারুক খান, কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ, শিল্পমন্ত্রী ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, মেজর অবসরপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এবং শেষ আসনে বসছেন ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু। বিরোধী দলীয় বেঞ্চের প্রথম আসনে বসেছেন বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের। তার বামে বসেছেন সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। এরপর পর্যায়ক্রমে বসেছেন জাতীয় পার্টির রুহুল আমিন হাওলাদার, কল্যাণ পার্টির মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, স্বতন্ত্র এমপি হুসামউদ্দিন, আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা ও স্বতন্ত্র এমপি আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান, সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান ও সাবেক মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে স্যালুট দিলেন কল্যাণ পার্টির ইবরাহিম

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় সংসদ অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশন শুরুর কিছুক্ষণ আগে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করেন সংসদ সদস্যরা। সেখানে সরকার দলীয় এমপিদের চেয়েও স্বতন্ত্র এমপিদের অংশগ্রহণ বেশি দেখা যায়। জাতীয় পার্টির দুই-একজন এমপিকেও প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দিতে দেখা যায়। এসময় প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট দেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। দুপুর ২টা ৫০ মিনিটের দিকে সংসদ অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় সিটে বসার আগে প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে জড়ো হন সংসদ সদস্যরা। তারা সবাই সংসদ নেতাকে সালাম দেন। কয়েকজন এমপিকে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে। নির্বাচনের আগে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে এমপি হওয়া শাহজাহান

ওমরকে কুশল বিনিময় করতে দেখা যায়। পরে প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট দেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। পরে তিনিও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীকে সরকার দলীয় এমপি ছাড়াও স্বতন্ত্র এমপিরা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেন। ভিড়ের কারণে যারা কাছে এসে সালাম করতে পারেননি তারাও দূরে দাঁড়িয়ে সালাম দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

সংসদ নির্বাচনে জনগণ ও গণতন্ত্রের জয় হয়েছে : রাষ্ট্রপতি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ ও গণতন্ত্রের জয় হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় শুরু হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন। এরপর রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সংবিধান সমুন্নত এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য আমি নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন, সশস্ত্রবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী এবং গণমাধ্যমকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য সকল ভোটার, বিশেষত নবীন ও নারী ভোটারদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।' রাষ্ট্রপতি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সফলভাবে নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক শক্তি আরো সুদৃঢ় হয়েছে। নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকবেই, জনগণের রায় মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের গণতন্ত্রের জন্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজন অত্যন্ত যুগান্তকারী ঘটনা, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় হয়েছে দেশের জনগণের, জয় হয়েছে গণতন্ত্রের।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন ঘিরে একটি মহল সহিংসতা ও সংঘাত সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের শান্ত-স্নিগ্ধ যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের গণতন্ত্র বিরোধী ও সহিংস কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে জনগণকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখলেও গণতন্ত্রের শানিত চেতনা ভোটারদের ভোট দান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যই সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সকল পদক্ষেপ সার্থক হয়েছে। নির্বাচন বর্জনকারী দলসমূহ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করেছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ সহিংসতা ও নৈরাজ্যের পথ পরিহার করে সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণ ও গণতন্ত্রের কল্যাণে অহিংস পন্থায় গঠনমূলক কর্মসূচি পালন করবে। সরকারও এক্ষেত্রে সংযত আচরণ করবে, এটাই সবার প্রত্যাশা। তিনি আরো বলেন, 'ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী দেশে যে নৃশংস সহিংসতা হয়েছিল তা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। এর মাধ্যমে আমাদের হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু ২০০৮ সালের নির্বাচনসহ পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সুস্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সহিংসতার পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়েছি। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের নিষ্কণ্টক পথচলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো উদার ও গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়াবে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

পাঁচ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী মনোনয়ন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের জন্য পাঁচ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার প্রথম অধিবেশন শুরুর পর নতুন স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। এ সময় তিনি এই অধিবেশনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। তারা হলেন ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত এ বি তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, আ ফ ম রুহুল হক, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ও উম্মে কুলসুম স্মৃতি। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে নামের অগ্রবর্তিতা অনুসারে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা সংসদের বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন। এরপর শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী শোক প্রস্তাবটি পেশ করেন। শোক প্রস্তাবে কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল আহমদ আল জাবের আল সাবাহর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। এছাড়া শোক প্রস্তাবে সাবেক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জিনাতুন নেসা তালুকদার, সাবেক সংসদ সদস্য ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরীসহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব করা হয়। পরে প্রস্তাবটি গৃহিত হয় এবং সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। মোনাজাত পরিচালনা করেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হুসামুদ্দিন আহমেদ।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

এ সংসদ নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না : জি এম কাদের

সংসদ সদস্যের সংখ্যার বিচারে বর্তমান সংসদে ভারসাম্য রক্ষা হয়নি, এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের। তিনি বলেন, 'আসন সংখ্যার বিচারে এবার সংসদে ৭৫ শতাংশই সরকার দলের। স্বতন্ত্র ২১ শতাংশ। তারাও প্রায় সরকার দলীয়। ৩ থেকে ৪ শতাংশ শুধু বিরোধী দলীয় সদস্য। এ সংসদে সম্পূর্ণ জাতিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। এ সংসদ কখনো নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না।' আজ মঙ্গলবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রথমদিনে স্পিকার নির্বাচনের পর নতুন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাতে

গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। জি এম কাদের ১৯৯৬ সাল থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি সংসদে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। স্পিকারের দায়িত্ব প্রশ্নে জি এম কাদের বলেন, 'তারা দলীয় আনুগত্যে স্পিকার হলেও বাহ্যিকভাবে চেষ্টা করতেন নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার। আমি আপনার কাছে প্রত্যাশা করছি আপনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন।' স্পিকারের ডান দিকে সরকার দলের আসন এবং বাম পাশে বিরোধী দলের আসন উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য ছিল দুইপক্ষই সামান হবে। একটা হলো সরকারি দল, আরেকটা হলো বিপক্ষ। তারা সংখ্যায়ও কাছাকাছি থাকবে। তাহলে তাদের মধ্যে সমানে সমানে লড়াই হবে, নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়াঝাঁটি হবে। সংসদে জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত হবে। এটাই ছিল সংসদ তৈরি করার উদ্দেশ্য।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

শ্রমিক-কর্মচারীরাই ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শ্রমিক-কর্মচারীরাই ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় ড. ইউনূসকে নিয়ে প্রকাশিত একটি বিবৃতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'ওয়াশিংটন পোস্টে নিউজ নয়, সেখানে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কোনো অফিস ফার্মের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয়েছে।' মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বেইলী রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ১৪টি দেশের অনিবাসী রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মন্ত্রী। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'এ রকম বিজ্ঞাপন আগেও ছাপানো হয়েছে। তবে ড. ইউনূস সাহেবের প্রতি যথাযথ সম্মান এবং শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই, বাংলাদেশে বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ। আর স্বচ্ছ বিধায় সরকারি দলের অনেককে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়, জেলেও যায়। ইউনূস সাহেবের এ মামলায় সরকার কোনো পক্ষ না।' তিনি বলেন, 'ড. ইউনূস সাহেবের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীরা বলছেন, তারাই তার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এতে অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় রায় হয়েছে। এখানে সরকার কোনো পক্ষ নয়।' অনিবাসী রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ ১০ বছর আগে এখানে এসেছিলেন। দুই-একজন বলেছেন 'তিনি ১২ বছর আগে এখানে এসেছিলেন, আবার ২০২০ সালেও এসেছিলেন। তারা বলেন, আগের এবং আজকের মধ্যে অনেক পার্থক্য, বাংলাদেশের অনেক উন্নয়ন-অগ্রগতি হয়েছে।' প্রত্যেক দেশই বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নিতে এবং অনেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কয়েকটি দেশ আমাদের দক্ষ জনশক্তি আমদানির আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। আফ্রিকায় কৃষি খাতেও এ সুযোগ রয়েছে।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে আইজিপির নির্দেশ

পুলিশের মহাপরিদর্শক, আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন, 'একটি চক্র সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়াতে চায়।' তিনি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। আজ মঙ্গলবার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে অনুষ্ঠিত মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আইজিপি এ নির্দেশ দেন। আইজিপি গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিয়মিত মনিটরিং-এর মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মামলায় সাজার হার বাড়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। আইজিপি বলেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পুলিশ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ এখন যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম।' জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আরো নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুন। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

ধৈর্য ধরতে হবে, অচিরেই সংকট সমাধান করব : যুবলীগ চেয়ারম্যান

যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার বিষয়ে গত পরশু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়েছেন। তাদের তাগাদা দিচ্ছেন এবং তাদের কাজের তদারকি করছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের সমস্যা সমাধান করে মানুষের জীবনমান উন্নত করা। সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আপনাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার ওপর আস্থা রাখতে হবে। অচিরেই আমরা এ সংকট সমাধান করব।' আজ মঙ্গলবার কালাচাঁদপুর সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের উদ্যোগে অসহায় শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় পরশ বলেন, 'আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে বিএনপির সময় কী দুরবস্থা ছিল আমাদের সামগ্রিক জীবনে। ভাত এবং কাপড়ের সমস্যাতেই সাধারণ মানুষ জর্জরিত থাকত। গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং সারের জন্য মানুষের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি লেগেই ছিল। মানুষের জীবনে কোনো নিরাপত্তা ছিল না, ছিল না মানুষের অধিকার। অসহায় মানুষ নিয়ে তাদের কোনো দিনই মাথা ব্যথা ছিল না।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

মঈন খানকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে : পুলিশ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খানকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় নিয়ে যাওয়ার পর আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ৩টার দিকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ শাহজাহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা তাকে অপেক্ষা করতে বলেছি। সেই সঙ্গে কালো পতাকা মিছিল থেকে বিরত থাকতে বলেছি। মঈন খানকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি। তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' অপরদিকে মঈন খানকে ছেড়ে দেওয়ার তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। এর আগে দুপুর আড়াইটার দিকে উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কবরস্থানের সামনে থেকে মঈন খানকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন শায়রুল কবির খান বলেছিলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দির মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সংসদ বাতিলসহ এক দফা দাবি আদায়ে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির কালো পতাকা মিছিল থেকে পুলিশ তাকে আটক করে।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

করোনায় আরো এক মৃত্যু, শনাক্ত ৫৭

দেশে ফের বাড়তে শুরু করেছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫৭ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ সময়ে দেশে করোনায় মারা গেছেন একজন। এ নিয়ে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৪৮২ জনে। এ সময় পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন ২০ লাখ ৪৭ হাজার ১০৮ জন। আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৮৫ পরীক্ষাগারে ৯৩৫টি নমুনা পরীক্ষায় ৫৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়। তাদের মধ্যে ৫৪ জন ঢাকার এবং ৩ জন চট্টগ্রামের রোগী রয়েছেন। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তদের মধ্য থেকে সেরে উঠেছেন ১৬ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ১৪ হাজার ৪০৮ জন। সুস্থতার হার ৯৮ দশমিক ৪০ শতাংশ। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ৩০.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

PAKISTAN FORMER PM JAILED IN SECRETS CASE AS ELECTION LOOMS

Former Pakistani prime minister Imran Khan has been sentenced to 10 years in jail in a case in which he was charged with leaking state secrets. Khan, who was ousted by his opponents as PM in 2022, is already serving a three-year jail terms after being convicted of corruption. He has called all the charges against him politically motivated. The conviction under the secrets act comes the week before general elections in which he is barred from standing. (BBC Web Page: 30/01/24, FARUK)

ISRAEL W BANK HOSPITAL RAID KILLS THREE MILITANTS

Israeli forces have killed three militants inside a hospital in Jenin, in the occupied West Bank. CCTV footage showed members of an undercover unit disguised as medics and other civilians making their way through a corridor with rifles raised. The Israeli military said the militants were hiding in the hospital, and that one was about to carry out an attack. The Palestinian Authority's ministry of health accused Israel of carrying out a "new massacre inside hospitals". (BBC Web Page: 30/01/24, FARUK)

US SELLS $238BN OF WEAPONS ABROAD IN RECORD YEAR

US weapons sales overseas rose sharply last year, reaching a record total of $238bn, as Russia's invasion of Ukraine stoked demand. The US government directly negotiated $81bn in sales, a 56% increase from 2022, the state department reported. The rest were direct sales by US defence companies to foreign nations. Ukraine's neighbour Poland, currently on a drive to expand its military, made some of the biggest purchases. Poland bought Apache helicopters for $12bn, and also paid $10bn for High Mobility Artillery Rocket Systems (Himars) and $3.75bn for M1A1 Abrams tanks, the department said in a report for the US government's fiscal year that ended in December. (BBC Web Page: 30/01/24, FARUK)

INDIA NAVY RESCUES PAKISTANI SAILORS FROM PIRATES

Indian naval forces have rescued 19 Pakistani sailors after their fishing vessel was hijacked by pirates off Somalia's coast. This was the second rescue operation in 36 hours by Indian warship INS Sumitra. Hours earlier, the ship had rescued the 17-member Iranian crew of a vessel which was also hijacked by pirates, the navy said. India's navy has responded to several distress calls from vessels and sailors over the past few weeks. Recent attacks on vessels off Somalia's coast have triggered concerns that pirates could be becoming active again in the region. (BBC Web Page: 30/01/24, FARUK)

SUDANESE REFUGEES HOSPITALIZED FOR CHOLERA IN UGANDA

A group of 13 Sudanese who had fled the war in Khartoum have been hospitalized following a cholera outbreak in northern Uganda's Adjumani district. Four of them are confirmed to have cholera, local health official Henry Lulu confirmed. Officials now plan to track down the estimated 82 people who came into contact with them for follow-up testing. Cholera is a waterborne disease which causes severe diarrhoea, dehydration, lethargy and an erratic heartbeat. Zimbabwe, Mozambique and Zambia are also fighting cholera.

(BBC Web Page: 30/01/24, FARUK)

A SIMPLE GUIDE TO THE NORTHERN IRELAND BREXIT DEAL

A Brexit deal for Northern Ireland, known as the Windsor Framework, was adopted by the UK and the EU in March 2023. It builds on an earlier agreement called the Northern Ireland Protocol, which led to significant disagreements between the UK and European Union (EU). Trade between Northern Ireland and the Republic of Ireland was straightforward before Brexit - both were in the EU and shared the same trade rules. However, when Northern Ireland left the EU, a deal was required to allow trade to continue across the border.

(BBC Web Page: 30/01/24, FARUK)

ETHIOPIAN FEDERAL BODY ADMITS STARVATION DEATHS

Close to 400 people have died in Ethiopia's Tigray and Amhara regions due to drought-induced starvation, the country's state-appointed Federal Ombudsman Institute said on Tuesday. The remarks contradict earlier statements from federal authorities that there had not been confirmation that anyone has died of starvation in any region in the country. Deaths had previously been reported at local district levels but there had not been comprehensive data. The institute said an assessment by its team of experts revealed that millions were impacted in the two regions and tens of thousands had already been displaced.

(BBC Web Page: 30/01/24, FARUK)

ANGOLA DENIES LINKS TO VESSEL ATTACKED BY HOUTHI FIGHTERS

Angola's state-owned oil company Sonangol has dismissed reports that a vessel targeted by Houthi fighters last week in the Gulf of Aden was part of its fleet. The tanker with links to the UK was on fire for several hours last Friday in the Gulf of Aden after being hit by a missile fired by the Houthis. The Iran-backed movement, based in Yemen, said it targeted the Marlin Luanda in response to "American-British Aggression". The dismissal came in response to reports by Angolan media outlets linking the Marlin Luanda vessel to Sonangol.

(BBC Web Page: 30/01/24, FARUK)

::THE END::